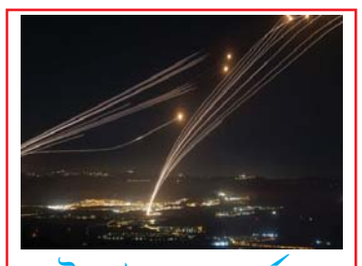

ইসরায়েলে মুহুর্মুহু রকেট হামলা হিজবুল্লাহর

সারে-জমিন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে যুব কংগ্রেসের পদযাত্রা

রূপসী বাংলা

বাংলাদেশ এখন কোন পথে যাবে

সম্পাদকীয়

হাফেজ শিক্ষকের রক্তে প্রাণ বাঁচল রণজিতের

সাধারণ

ভ্যান্ডারসের বোলিং জাদুতে হার ভারতের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৫ আগস্ট, ২০২৪
২০ শ্রাবণ ১৪৩১
২৯ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 211 ■ Daily APONZONE ■ 5 August 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ওয়াকফ আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে সরব ল' বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: রবিবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) জানিয়েছে, ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা কমানো বা লাগাম তারা বরদাস্ত করবে না। একটি প্রেস বিবৃতিতে এআইএমপিএলবি ঘোষণা করেছে যে ওয়াকফ আইন, ২০১৩-তে এমন কোনও পরিবর্তন যা ওয়াকফ সম্পত্তির প্রকৃতি পরিবর্তন করে বা সরকার বা কোনও ব্যক্তির পক্ষে তা দখল করা সহজ করে তোলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।
অভিযোগ, কেন্দ্র ওয়াকফ আইন, ২০১৩-তে প্রায় ৪০টি সংশোধনীর মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তির স্থিতি এবং প্রকৃতি পরিবর্তন করতে চাইছে যাতে তাদের দখল সহজ হয়। এছাড়া, প্রতিটি রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডে দুজন করে মহিলা নিয়োগ করার কথা বলা হচ্ছে। আইএমপিএলবি বলেছে যে ওয়াকফ আইন এবং ওয়াকফ সম্পত্তি সংবিধান এবং শরিয়ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট, ১৯৩৭ দ্বারা সুরক্ষিত ও সরকার এর কোনও অংশ সংশোধন করতে পারে না।

হাইকোর্টের ওবিসি বাতিলের বিরুদ্ধে আর্জি

আজ সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি নিয়ে শুনানি

আপনজন ডেস্ক: আজ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি বাতিলের বিরুদ্ধে মামলাটি উঠবে সুপ্রিম কোর্টে। জানা গেছে, গত ২২ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পরে অর্থাৎ তৃণমূল সরকারের আমলে তৈরি সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করার যে রায় দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা ও কয়েকটি ব্যক্তি আর্জি জানিয়েছিল ১৮ জুলাই। ২৭২৮৭/২০২৪ শীর্ষক ডায়েরি নম্বরে এই মামলাটি সোমবার উঠবে বলে সুপ্রিম কোর্টের তালিকাভুক্তি হয়েছে। বেশ কয়েকজনের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা এই মামলায় সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। শুনানি হবে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। মূল আর্জিতে যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল ১. পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২. ওয়েস্টবেঙ্গল কমিশন অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন ৩. সেখ নুরুল হক, ৪. ওয়েস্টবেঙ্গল সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন। আবেদনকারীদের

আইনজীবী হলেন আস্থা শর্মা। এছাড়া, আরও কয়েকজনের দায়ের করা মামলা এদিনের মামলার সঙ্গে তালিকাভুক্ত করার জন্য আর্জি জানানো হয়েছে।
এ ব্যাপারে আইনজীবী শেখর কুমার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে ৩ আগস্ট আর্জি জানিয়ে বলেছেন, ৫ আগস্ট মূল ওবিসি মামলায় আরও তিনটি আবেদনকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক সেই তিনটি মামলার আবেদনকারী হলেন, সেখ সেরাফুদ্দিন (ডায়েরি নং: ৩১৯৪৪/২০২৪), তুহিনা পারভিন (ডায়েরি নং: ৩০০৭৮/২০২৪) এবং নওশাদ সিদ্দিকী (ডায়েরি নং: ৩১৯৪২/২০২৪)।
তবে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিংবা অন্য ব্যক্তি বা সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আর্জি জানিয়েছেন তাদের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে একজন করে আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ, বিবাদী পক্ষের তরফে কমপক্ষে চারজন করে আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে সূত্র জানিয়েছে, মামলাটি ১২ নম্বরে রয়েছে।
উল্লেখ্য, ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে যে মামলা হয়েছিল, সেই মামরায় গত ২২ মে হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পরে তৈরি সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দেয়। এর ফলে প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল তালিকায় পড়ে। চাকরি-সহ সংরক্ষিত কোনও ক্ষেত্রে ওই সার্টিফিকেট ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যদি চাকরি প্রক্রিয়া চলছে এমন ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।
হাই কোর্টের ওই নির্দেশকে মানি না বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। সেই মতো রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গেছে। তবে, তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের তরফে নানা ব্যক্তি এই মামলায় শরিক হয়েছেন। এখন দেখার বিষয় আজ ওবিসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের তরফে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি কিংবা সেই রায় বাতিল ঘোষণা করা হয় কিনা।

অসহযোগ আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশে শিক্ষার্থী ও পুলিশ সংঘর্ষে নিহত ৯৫

আপনজন ডেস্ক: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসূচি ঘিরে বাংলাদেশ জুড়ে মৃতের পাহাড় জমছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সংঘাত-সংঘর্ষ, গুলি, পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় অন্তত ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন পুলিশ সদস্য। সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানায় ১৩ জন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন।
বাংলাদেশের শীর্ষ দৈনিক প্রথম আলো এব্যাপারে লিখেছে, রবিবার দিনভর সংঘর্ষে নরসিংদীতে ৬ জন, ফেনীতে ৮ জন, লক্ষ্মীপুরে ৮ জন, সিরাজগঞ্জে ১৩ পুলিশসহ মোট ২২ জন, কিশোরগঞ্জে ৫ জন, রাজধানী ঢাকায় ৮ জন, বগুড়ায় ৫ জন, মুন্সিগঞ্জে ৩ জন, মাগুরায় ৪ জন, ভোলায় ৩ জন, রংপুরে ৪ জন, পাবনায় ৩ জন, সিলেটে ৫ জন, কুমিল্লায় পুলিশ সদস্যসহ ৩ জন, শেরপুরে ২ জন, জয়পুরহাটে ২ জন, হবিগঞ্জে ১জন, ঢাকার কেরাণীগঞ্জে ১ জন, সাভারে ১ জন ও বরিশালে ১ জনসহ ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। সংবাদ সংস্থার খবর উদ্ধৃতি করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কঠোর হাতে নৈরাজ্যবাদীদের দমন করতে আজ দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এবিএম সরওয়ার-ই-আলম সরকার জানান, প্রধানমন্ত্রীর বলেছেন, 'যারা এখন সহিংসতা চালাচ্ছে তাদের কেউই ছাত্র নয়, তারা সন্ত্রাসী।'
সরওয়ার আরও জানান, জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এবং তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র আন্দোলন রুখতে বাংলাদেশ সরকার রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ ঘোষণা করেছে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকাসহ সব বিভাগীয় সদর, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, শিল্পাঞ্চল, জেলা সদর এবং উপজেলা সদরে কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সোম থেকে বুধবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।
রবিবার সারাদিন প্রায় ১০০জনের মৃত্যুর ঘটনার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেছেন, আওয়ামী লীগ দেশে একটা গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করতে চায় । তিনি বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গন্তব্য পরিষ্কার। বিজয় এবং একমাত্র বিজয়ই আমাদের লক্ষ্য। আমরা এখনো সময় দিচ্ছি। সরকার যদি এখনো সহিংসতা চালিয়ে যায়, আমরা কিন্তু গণভবনের দিকে তাকিয়ে আছি। সরকারকে ঠিক করতে হবে, এখনো সহিংসতা চালাবে, রক্তপাত চালাবে, নাকি শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে পদত্যাগ করবে।' অন্যদিকে, বৈষম্যবিরোধী

ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ এক বিবৃতিতে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি সোমবার এ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানিয়েছে। এতে সারা দেশ থেকে আন্দোলনকারীদের ঢাকায় আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিন আসিফ মাহমুদ বলেন, 'পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এক জরুরি সিদ্ধান্তে আমাদের "মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচি আগামী মঙ্গলবার থেকে পরিবর্তন করে সোমবার করা হল। অর্থাৎ সোমবার সারা দেশের ছাত্র-জনতাকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করার আহ্বান জানাচ্ছি।'
রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় রবিবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে। এসব ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে দুজন শিক্ষার্থী ও একজন আওয়ামী লীগের নেতা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসূচি ঘিরে লক্ষ্মীপুরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে এক কলেজছাত্রসহ আটজন নিহত হয়েছেন। এভাবে সরকার পতনের এক দফা দাবিতে চলমান এ আন্দোলনে রবিবার দিনভর সারা দেশে সংঘর্ষ, গুলি ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বিক্ষোভকারীরা চারজনের মরদেহ নিয়ে গেছেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে নিহত ৪ জনের লাশ নিয়ে বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান। এ সময় আন্দোলনকারীরা নানা স্লোগান দেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্র জানায়, আজ বিকেল তিনটা পর্যন্ত রাজধানীর শাহবাগ, শনির আখড়া, নয়াবাজার, ধানমন্ডি, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, পল্টন, প্রেসক্লাব এবং মুন্সিগঞ্জ থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ৫৬ জনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে এখন ভয়াবহ পরিস্থিতি।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

জঙ্গলমহল সফরে ফের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: ঝাড়গ্রামে ২ দিনের সফরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন। তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। আগামী ৮ই অগস্ট জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামে দুই দিনের সফরে আসবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, তিনি ওই দিন রাতে থাকবেন ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ী সংলগ্ন টুরিস্ট কমপ্লেক্সে। ৯ই অগস্ট ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যস্তরীয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে আদিবাসী গুণীজনদের সংবর্ধনা, আদিবাসী কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন আদিবাসী ক্লাব গুলিকে বাদ্য যন্ত্র প্রদান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি ওই দিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একাধিক সরকারি পরিষেবা প্রদান, করবেন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করতে পারেন ওই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার প্রদান

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে সমাজসেবী ভিভাকর শাহের সৌজন্যে চারটি হুইল চেয়ার প্রদান করল গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক অমল কুমার কর্মকার, দেবাশীষ পাল, তপন চক্রবর্তী, কৌশিক সাহা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও কনা সাহা, গোপীনাথ মন্ডল ও তন্ময় মন্ডল প্রমুখ। কুলতলি ব্লকের ডোঙ্গাজোড়া গ্রামের রমানাথ হাই স্কুলের সামনে থেকে হুইল চেয়ার গুলি ভ্যান রিক্সা করে প্রাপকদের বাড়ি গিয়ে পৌছে দেওয়া হয়। প্রাপকরা হলেন: ১.জয়নগর থানার সষ্টিতলা গ্রামের জন্ম প্রতিবন্ধী কালিপদ নাইয়া, ডোঙ্গাজোড়া গ্রামের বোবা -কালা পুষ্পা নাইয়া, তড়িদাহত হয়ে প্রতিবন্ধী চাঁদ নাইয়া, কৈলাশ নগর গ্রামের লক্ষণ নস্কর শ্রিউলির কাজ করতে গিয়ে প্রতিবন্ধী।

এএনএম পরীক্ষার হলে ৪১টি পরীক্ষার্থীর মোবাইল বাজেয়াপ্ত

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ৪১ টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত হল পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে। এএনএমের পরীক্ষা দিতে এসে, লুকোনো অবস্থায় মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করায় তাদের বাজেয়াপ্ত করা হয় মোবাইল ফোন। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বাজেয়াপ্ত ৪১ টি মোবাইল ফোন।

ঘটনা মালদহের আক্রুরমনি হাই স্কুলের। জানা যায় এই পরীক্ষা কেন্দ্রে চাকরি প্রার্থীরা লুকোনো অবস্থায় মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করাই তাদের ফোন বাজেয়াপ্ত করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরে পুলিশের হাতে ফোনগুলি তুলে দেওয়া হয়। জানা যায় আজ জেলা জুড়ে এ এন এমের পরীক্ষা ছিল। ঠিক সেই রকমই আক্রুরমনি হাই স্কুলে চাকরিপ্রার্থীদের সিট পড়েছিল। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় লুকানো অবস্থায় ফোন নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল ৪১ জন চাকরিপ্রার্থীরা। ঠিক সেই সময় তাদের মোবাইল ফোনগুলি বাজেয়াপ্ত করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষা শেষে ফোন গুলি ইংলিশ বাজার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদিও চাকরিপ্রার্থীদের দাবি এই ফোনগুলি তারা স্কুল কর্তৃপক্ষকে রাখতে দিয়েছিল।এই নিয়ে পরীক্ষা শেষে সাময়িক উত্তেজনারও সৃষ্টি হয় পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে। যদিও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান, কোন মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়নি।

পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় লুকানো অবস্থায় ফোন নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল ৪১ জন চাকরিপ্রার্থীরা। সেই ফোন গুলি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই ইংরেজবাজার থানার পুলিশের হাতে ফোনগুলি দেওয়া হয়েছে তাদের তরফে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তারা জানেন।

১ লাখ কিউসেক জল ছাড়ল ডিভিসি, বন্যার আশঙ্কা তিন জেলায়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● দুর্গাপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে এবং ঝাড়খন্ডে প্রবল বৃষ্টির জেরে জল বেড়েছে একাধিক নদীতে। দামোদর নদেও বেড়েছে জল। জলের চাপ কমাতে ডিভিসির তরফ থেকে, ঝাড়খণ্ডের পাঞ্চেত এবং মাইথন জলাধার থেকে ছাড়া হচ্ছে দফাই দফাই জল। এখনো পর্যন্ত পাঞ্চেত জলধর থেকে ১ লক্ষ ১৪ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে। মাইথন জলাধার থেকে ৬ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে। সেই জল দুর্গাপুর ব্যারাজে আসতেই সেচ দপ্তর দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকেও ছাড়ছে দফায় দফায় জল। রবিবার সকাল থেকে প্রায় ৯৩ হাজার কিউসেক হারে ছাড়া হচ্ছে জল। এই জল ছাড়ার ফলে হাওড়া,হুগলি, পূর্ব বর্ধমান,বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার বেশ কিছু অংশ প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এক লাখ কিউসেক জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিভিসি।রাজ্যকে না জানিয়েই জল ছাড়ছে ডিভিসি।ফলে দক্ষিণবঙ্গে জনজীবনে চরম প্রভাব পড়তে চলেছে। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে পরিস্থিতির দিকে নজরদারি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। দামোদর নদী এমনিতেই ফুলে ফুটে উঠে এই পরিস্থিতিতে দামোদরের দুই পাড়ের মানুষ আতঙ্কের মধ্যে আছে যেকোনো সময়ই বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ।

খাল পার হয়ে চাষ করতে যাওয়ার পথে জলে ডুবে মৃত্যু কৃষকের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন:বৃষ্টির জলে পুষ্ট খালের ওপড় দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জমিতে চাষ করতে যাবার পথে জলে ডুবে বেঘরে প্রাণ গেল এক কৃষকের ।

পাত্রসায়ের ব্লকের পাটীত গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে "পাটীত খাল" এলাকার মানুষের বহুদিনের দাবী ছিল এই খাল পারাপার করার জন্য একটি কংক্রিট সেতুর। সুবিধা হতো কৃষকদের চাষাবাদে। অভিযোগ প্রশাসন কর্ণপাত করেনি। বিগত কয়েকদিন টানা বৃষ্টিতে ফুলে ফেপে ওঠে পার্টির খাল। গতকাল পাটীত গ্রামের বাসিন্দা ৫৪ বছর বয়সী উপানন্দ মণ্ডল পেশায়ক কৃষক খাল পেরিয়ে নিজের জমিতে চাষ করতে যাচ্ছিল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। হঠাৎ করেই অসতর্কবশত খালের জলে তলিয়ে যায় ওই কৃষক। খবর যায় গ্রামে ও পরিবারের কাছে।

বহু খোঁজাখুঁজি করার পর তাকে খুঁজে না পেয়ে খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীরা। স্পিড বোর্ড নামিয়ে সন্ধে পর্যন্ত বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও পাওয়া যায়নি ওই কৃষককে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের কর্মীদের। আজ সকালে পুনরায় পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা খালের জলে বহু খোঁজাখুঁজি করার পর। ওই কৃষককে জলে ভাসতে দেখে অপর এক কৃষক। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় পাত্রসায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পাত্রসায় থানা পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে।

এ বিষয়ে পাত্রসায়রের বিডিও সুভাষ বিশ্বাসকে ফোন করা হলে তিনি বলেন , সমস্ত কৃষক যে স্থান দিয়ে পারাপার করে সেখান দিয়ে পারাপার না করে অন্য জায়গা দিয়ে খাল পেরেতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটে । তবে ওই এলাকায় পারাপারের জন্য একটি ব্রিজের প্রয়োজন রয়েছে কৃষকদের দাবি মত পাত্রসায়েরের বিডিও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানিয়েছেন যাতে করে ওই স্থানে দ্রুত একটি ব্রিজ বা সেতু তৈরি করা হয় ।

বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সমস্যার উত্তরণের পথসন্ধানে আকর গ্রন্থপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

'ইসলামি অর্থনীতি: বাঙালি মুসলমান, উন্নয়নের পথসন্ধান' গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে শেখ মফেজুল হক, খাজিম আহমেদ ইসহাক মাদানি প্রমুখ।

বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা আলিয়া বেগম

আপনজন: দেশবিভাগ পরবর্তী পশ্চিমবাংলায় বাঙালি মুসলমানদের আর্থিক দিক থেকে যে বিড়ম্বিত জীবন, তার থেকে উদ্ধারের পথ নির্দেশ করতেই প্রকাশিত হল "ইসলামি অর্থনীতি-বাঙালি মুসলমান, উন্নয়নের পথসন্ধান" নামক একটি আকর গ্রন্থ । গ্রন্থটি প্রকাশ উপলক্ষে এমন বিষয়ে চাতক ফাউন্ডেশন একটি আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করল রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘে। প্রায় আড়াই ডজন লেখক এর গবেষণাধর্মী একটি প্রবন্ধ সংকলন এদিন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের সম্পাদক শেখ মফেজুল । অনুষ্ঠানের সূচনা হয় আল কুরআন পাঠের মধ্য দিয়ে। পরিবেশিত হয় ইসলামি সংগীত, গজল, আধুনিক সংগীত ও কবিতা। আলোচনার সূচনাতেই বইটির প্রকাশকথা উপস্থাপন করেন অর্থনীতির অধ্যাপক তথা চাতক সদস্য ড. আব্দুল হাদী। এরপর মূল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকার রচয়িতা খাজিম আহমেদ । তিনি বলেন, বৈশ্বিক ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় উৎকর্ষের জন্য প্রখর প্রচেষ্টা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. তিনি নিজেও একজন তুখোড় যথার্থ ও আদর্শ ব্যবসায়ী মানসিকতারও ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একদা "মার্কেনটাইল ইসলাম" গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল অথচ আজ এতদেশীয় তথা পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালি মুসলমানরা হতদরিদ্র ও হতমান হয়ে রয়েছে। এমন অবাঞ্ছিত আর্থিক অবস্থা থেকে উত্তরণের পথসন্ধানে তিনি বলেন, আঞ্চলিক উৎপাদনের উপাদানকে ব্যবহার করে কলকারখানা, শিল্প তৈরির মারফত, উৎপাদিত দ্রব্য ছোট ছোট মার্কেটে বিপণন করা । এবং স্থানিক মহিলা পুরুষ শ্রমিকদের কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করা । যাতে কিনা পরিযায়ী শ্রমিকেরা স্থানীয় ভাবে কাজ পায়। আঞ্চলিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলধন নিয়োগকারীরা যদি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাহলে "মাইক্রো-ইকোনমি" উন্নত হবে । এবং আধুনিক জীবন যাপনে স্থানীয় জীবনে মূলধন চলাচল করার মারফত সেই অঞ্চল উন্নত হয়ে উঠবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন আম, পাট ও রেশমের কথা। খাজিম আহমেদ এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক মোঃ ইউনুস, রিয়াজ গার্মেন্টস এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মহিলা বিবি রাসেলের কথাও তুলে ধরেন।

গ্রন্থের উদ্বোধক বিশিষ্ট মাওলানা ইসহাক মাদানী বলেন, চাতক প্রকাশন-এর এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা বাঙালি মুসলমানদের নতুন পথের অনুসন্ধান করে দেবে । তিনি ইসলামি নানা তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরে শিক্ষা, নারী উন্নয়ন, প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে জীবনযাপন নির্ভর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি তার নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরেন এবং উপস্থাপন করেন কুরআন ও মহানবীর জীবনের নানা ঘটনার কথা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক প্রাণতোষ সেন বলেন, ইসলামি অর্থনীতির বড় গুণ হল মানবিক উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া । এছাড়াও বিশ্বের পুঁজিপতি অর্থব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার ভালো গুণগুলো গ্রহণ করা। বিশ্বের সুদবিহীন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে ভারত ছাড়া বিশ্বের নানা দেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সমবন্টন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকাত ব্যবস্থা ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. মজিবর রহমান বলেন, চাতক পত্রিকা, 'চাতক প্রকাশন' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপে শামিল হল । এই গ্রন্থ প্রকাশ ইসলামি চিন্তা চেতনার সাথে সাথে অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে মাইল ফলকের কাজ করবে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা আলিয়া বেগম, গণিত অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আশিফ ইকবাল, ঝিঙেফুল পত্রিকার সম্পাদক সাহাবুল ইসলাম, সংগীতশিল্পী সুমিতা ঘোষ, কবি সুপ্রীতি বিশ্বাস, শিক্ষিকা ডেইজি বেগম, মানবাধিকার কর্মী উমা সেন রায়, রাহুল চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হক, কবি সামজিদা খাতুন, শাহিন রাজা প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুবাবে সঞ্চালনা করেন চাতক পত্রিকার সম্পাদক শেখ মফেজুল হক।

সমবায় সমিতিতে বিপুল জয় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া জেলার চাপড়া দৈয়েরবাজার মহারাজপুর সমবায় সমিতিতে বিপুল জয় শাসক দলের।১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে থেকে সিপিআইএমের দখলে ছিল রবিবার দৌয়ের বাজার মহারাজপুর সমবায় সমিতিতে নির্বাচন হয় সমবায় সমিতির মোট আসন সংখ্যা ১২ সিপিএম বিজেপি এবং কংগ্রেস জোট বদ্ধ ভাবে সমবায় সমিতিতে প্রার্থী দেয়। তৃণমূল কংগ্রেস ১২ আসনে বিপুল ভোটে জয় লাভ করল। চাপড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুকদেব ব্রহ্ম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সমবায় সমিতিত সিপিএমের দখলে ছিল হাইকোর্টের নির্দেশে রবিবার নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা।শাসকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কর্মীদের উৎসাহ দিতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে রানী মা। তাকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান।।চাপড়া থানার দৈয়েরবাজার সমবায় সমিতি নির্বাচনে শাসকদলের সন্ত্রাস কে কেন্দ্র চাপড়া দৈয়েরবাজার রাজ্যে সরক অবরোধ কর্মসূচি খবর ঘটনাস্থলে চাপড়া পুলিশ আসে অবরোধ করিরা অবরোধ তুলে নেয়। এরপর কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী রাণীমা অমৃতা রায় তিনি ঘটনাস্থলে এলে তাকে দেখে তৃণমূল কর্মীর সমর্থকরা,গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। বিপুল জয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা সবুজ আবিরে রাঙ্গানো উৎসবে মেতে ওঠে।

বিরিয়ানি কিনতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত কিশোর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বিরিয়ানি কিনে বাড়ি ফিরতে পারলো না কিশোর। পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল ইফতিকার আহমেদ (১৭)।

শনিবার সন্ধ্যায় মতিঝিল-বহরমপুর বাইপাস সড়কের নূতনগ্রাম বটতলা মোড়ের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাত্রি ন'টা নাগাদ বিরিয়ানি কিনতে নূতনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে একটি দোকানে যায় ওই কিশোর। দোকানে বিরিয়ানি নেওয়ার পর রাস্তায় নামার আগেই মতিঝিল থেকে বহরমপুরগামী একটি স্কুটি বেপরোয়া গতিতে এসে ওই কিশোরকে সজরে ধাক্কা মারে। কয়েক মিটার দূরে ছিটকে পড়ে ইফতিকার। রাস্তায় ছিটিয়ে পড়ে হাতে থাকা বিরিয়ানির প্যাকেট। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ইফতিকারকে মৃত ঘোষণা করেন। রবিবার বহরমপুর মর্গে দেহের ময়নাতদন্ত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, 'ঘাতক স্কুটিতে তিনজন আরোহী ছিল। হয়তো মদ্যপ অবস্থায় থাকার কারণে বেপরোয়া গতিতে এলোমেলোভাবে স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।'

স্থানীয় বাসিন্দা সেরাজুল শেখ বলেন, 'এমনিতেই বটতলা মোড়ে ভিড় থাকে সবসময়। তার ওপর মোড় থেকে একটি গলি সদ্য তৈরি হওয়া বিনোদন পার্কের দিকে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে এই মোড়ে ভিড়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। প্রশাসন দুর্ঘটনা এড়াতে এই মোড়ের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।'

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রোগী মৃত্যু ঘিরে ধুন্ধুমার রামপুরহাট মেডিক্যালে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: শনিবার সন্ধ্যেবেলা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃত রোগী আনসারুল সেখ এর আত্মীয়রা হাসপাতালের মধ্যে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়ে বহু ইনজেকশন ও ওষুধ নষ্ট করে এবং মাটিতে ফেলে দেয়। সেইসাথে হাসপাতালের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর চলে পাশাপাশি কর্তব্যরত চিকিৎসক সহ অন্যান্য কর্মীদেরকে ও মারধর করে বলে অভিযোগ হাসপাতাল কতৃপক্ষের। ঝামেলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রামপুরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সেক্ষেত্রেও পুলিশের সঙ্গে বচসা বাঁধে। পরবর্তীতে পুলিশ রোগীর আত্মীয়দের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করেন। ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে বেশ কয়েকজনকে আটক করে। বাকিদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভাংচুর এবং ডাক্তার সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের মারধরের ঘটনায় ঐদিন রাতেই হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ।রবিবার ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক সাবির শেখ ও ফিটু শেখ নামে দুজনকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে এবং বাকি দশজনকে ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে যুব কংগ্রেসের পদযাত্রা

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: জনবহুল এলাকা সাগরদিঘী ব্লকের বালিয়া থেকে কাবিলপুর হয়ে টিকটিকি পাড়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ কিলোমিটার রাস্তা, দীর্ঘদিন থেকে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে একধিক বার আন্দোলন হয়েছে এমন কি জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান কথাও দেন, কাবিলপুরের রাস্তার কাজ দ্রুত শুরু হবে। শেষে রাস্তা পরিদর্শনও করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু না হওয়ার কারনে, এবার রাস্তায় নামল সাগরদিঘী যুব কংগ্রেস। এদিন বালিয়া থেকে কাবিলপুর বটতলা পর্যন্ত একটা পদযাত্রা করেন।

এবং তাদের দাবি কাবিলপুরের রাস্তাটির আমূল সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং সর্বপরি রাস্তাটিকে অবিলম্বে পিডব্লুডি-এর অধীনে হস্তান্তর করতে হবে। এছাড়াও বালিয়া হতে টিকিটকী পাড়া পর্যন্ত রাস্তাটি, বর্তমানে ১২ ফুট চওড়া রাস্তাটিকে ১৮ ফুট চওড়া রাস্তায় উন্নীত করতে,

প্রয়োজন ভিত্তিক বোল্ডার সহযোগে গার্ডওয়াল নির্মাণ করতে হবে। জল নিষ্কাসনের উপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা রাখতে হবে। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, শিলাদত্ত হালদার প্রাক্তন সহ সভাধিপতি জেলাপরিষদ প্রমুখ।

রাজ্যের একাধিক নাট্যদলের অনুদান বন্ধ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের একাধিক নাট্য দলের রেপার্টরি অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক । গত ১ অগস্ট তাদের তরফে একটি তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে । বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বাংলার একাধিক নাট্যদলের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । কলকাতা ও জেলা মিলিয়ে এ রাজ্যের প্রায় ৩০টি দল রয়েছে । বঞ্চিত হলো উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জনপ্রিয় দুটি নাট্য দল গোবরডাঙ্গার শিল্পায়ন ও অশোকনগরের নাট্যমুখ। এই ধরনের পদক্ষেপের নেপথ্যে 'রাজনৈতিক অভিসন্ধি' রয়েছে বলেই মনে করছেন নাট্যজগতের একাংশ । ২০১২ সাল থেকে সরকারি অনুমান পেয়ে আসছে অশোকনগরের 'নাট্যমুখ।' নাট্যদলের পরিচালক অভি চক্রবর্তী জানান তাদের দল ২০০০ সাল থেকে নাটক করছে। পাঁচজন সদস্য নিয়ে নাট্যদল শুরু হয় । প্রথমে মোট তিনজন অনুদান পেতেন বর্তমানে ১৫ জন অনুদান পাচ্ছে । অথচ হঠাৎ করে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । অনুদান বন্ধের কারণ হিসেবে তিনি মনে করছেন, যেহেতু রাজ্য সরকারের বেশ কিছু সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, একুশের শহীদ মঞ্চে তিনি ডাক পেতেন, তাছাড়া বাংলা নাট্য একাডেমীর সদস্য ছিল, সেই কারণে হয়তো তাকে বঞ্চিত করা হলো । তবে নাটক থেমে থাকবে না, নাটক চলবে, সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক প্রেস কনফারেন্স করে তাদের পরবর্তী কর্মসূচির কথা জানাবেন বলে জানিয়েছেন নাট্যমুখের পরিচালক অভি চক্রবর্তী । কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে সদ্য বঞ্চিত গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার পরিচালক আসিস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। নাট্যজগতের একাংশের মতে, যে ভাবে রিপোর্টে কারণ দেখানো হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে জানা সম্ভব নয় । অনেকেই মনে করছেন, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বাংলার দলগুলিকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়েছে । আগামী ৫ অগস্ট সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের একাধিক নাট্যদল এই বিষয়ে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরবে ।

প্রাথমিক স্কুলে আসার রাস্তার হাল কঙ্কালসার

হাসান লস্কর ● রামগঙ্গা

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা এলাকার গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় আসতে গেলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবকরা রাস্তা দেখে আঁতকে ওঠে। রাস্তার বেহাল দশা দীর্ঘদিন প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর। আর এই রাস্তার কারণে স্কুলে উপস্থিতির সংখ্যা আস্তে আস্তে কমেই যাচ্ছে দাবি অভিভাবক থেকে প্রধান শিক্ষকের। উল্লেখ্য এই গোবিন্দপুর থেকে ধ্রুবো বাজারে যেতে প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা মাঝে মাঝে ইট নেই বেপাত্তা হয়ে গেছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মহেন্দ্রপুর হাই স্কুল, দক্ষিণ গোবিন্দপুর প্রাইমারি স্কুল যেতে গেলে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে হয় বারবার সমস্ত প্রশাসনকে জানিয়ে কোন কাজ হয়নি। রাস্তা তৈরির দাবি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষিকার।

প্রথম নজর

ইসরায়েলে ফিলিস্তিনির ছুরি হামলা, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: 'মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার' খ্যাত দেশ ইসরায়েলে এক ফিলিস্তিনির ছুরি হামলায় দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুই ব্যক্তি। পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন হামলাকারীও।

রোববার (৪ আগস্ট) তেল আবিবের ঠিক বাইরে হলন শহরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের বরাতে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ইসরায়েলের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বলছে, হামলাকারী একটি গ্যাস স্টেশন এবং একটি পার্কের কাছে জনসমাবেশে হামলা চালায়। এই হামলায় দুইজন প্রবীণ নাগরিক নিহত হন। তাদের একজন নারী ও অপরজন পুরুষ। আহত দুইজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসা কর্মকর্তারা ।

পুলিশের মুখপাত্র এলি লেভি ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ কে বলেছেন, 'আমাদের এক কর্মকর্ত ঘটনাস্থলে হামলাকারীকে গুলি করেন এবং তাকে আরও বাজেভাবে হামলা চালানো থেকে বিরত করেন।'

পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত রয়েছে। সেখানে ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে তারা।'

জাপানের নাগাসাকিতে অনুষ্ঠেয় শান্তি অনুষ্ঠানে ইসরায়েল বাদ

আপনজন ডেস্ক: নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলার স্মরণে এ বছরের শান্তি অনুষ্ঠানে ইসরায়েলকে আমন্ত্রণ জানাবে না জাপান। আগামী ৯ আগস্ট এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। একটি 'শান্তিপূর্ণ ও নির্মল পরিবেশ' বজায় রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে গত বুধবার জানিয়েছেন শহরের মেয়র। অবশ্য পারমাণবিক বোমার বিপর্যয়ের শিকার আরেক শহর হিরোশিমার কর্তৃপক্ষ এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। গত মাসে কর্তৃপক্ষ সিএনএনকে বলে, এই শান্তি অনুষ্ঠানে ইসরায়েলকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে অনেকে। তবে দেশটিকে জানানো আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করার কোনো ইচ্ছা তাঁদের নেই।

উভয় শহরই গাজায় বোমাবর্ষণের কারণে ইসরায়েলকে আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য অধিকার কর্মী এবং সেই পারমাণবিক বোমার ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের পক্ষ থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে।

নাগাসাকির মেয়র শিরো সুজুকি বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, নিরাপত্তার কারণে ইসরায়েলকে অতিথিদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটি কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়।

তিনি বলেন, 'আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এই সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক বিবেচনার ভিত্তিতে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে পারমাণবিক বোমা হামলায় নিহতদের স্মরণে অনুষ্ঠানটি করার এবং অনুষ্ঠানটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের ইচ্ছের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলা করে যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর মানুষ দেখেছে এই বোমার নজিরবিহীন ধ্বংসক্ষমতা। এই হামলার পরই জাপান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

১৯৪৫ সালের সেই পারমাণবিক বোমা হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

ইসরায়েলে মুহুর্মুহু রকেট হামলা হিজবুল্লাহর

বাজছে যুদ্ধের দামামা

আপনজন ডেস্ক: গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি সেনাবাহিনীর হামলার পর থেকেই ইসরাইলের সীমান্তবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালানো শুরু করে হিজবুল্লাহ। এরপর থেকেই অব্যাহত আছে লেবানন ও ইসরাইল সংঘর্ষ। তবে তেহরানে হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া ও লেবাননে তীব্র উত্তেজনার মধ্যেই ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় বেইট হিল্লেলে রকেট হামলা চালানোর দাবি করেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। লেবাননে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার প্রতিশোধ নিতে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটি জানিয়েছে। সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইসরায়েলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সময় রোববার ভোরে ইসরায়েলি আয়রন ডোম এয়ার ডিফেন্সকে উত্তর গ্যালিলি অঞ্চলে একাধিক রকেট প্রতিরোধ করতে দেখা গেছে। ৫০টিরও বেশি কাতিউশা রকেট দিয়ে ইসরায়েলে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে হিজবুল্লাহ।

লেবাননেনর আল মায়াদিন টিভি চ্যানেলের খবরে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রকেট হামলা প্রতিহত করেছে। বেইট হিলেল, কিরিয়াত শমোনা এবং মিসগাভ আমের বসতিতে রকেট আঘাত হেনেছে বলে জানা গেছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় আগুন লাগারও খবর পাওয়া গেছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা শনিবার দক্ষিণ লেবাননে একাধিক হামলা চালিয়েছে। যার মধ্যে একটি ড্রোন হামলায় দেইর সেরিয়ান গ্রামে এক হিজবুল্লাহ যোদ্ধা নিহত হয়েছেন।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হামলার পর থেকেই ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালানো শুরু করে হিজবুল্লাহ। এরপর থেকেই অব্যাহত আছে লেবানন ও ইসরায়েল সংঘর্ষ। তবে মঙ্গলবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতে একটি জনবহুল এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে হিজবুল্লাহর সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ডার ফুয়াদ শোকর নিহত হন। এরপরই সব হিসাব নিকাশ বদলে গেছে বলে জানিয়েছে ইরানের জাতিসংঘ মিশন। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ মিশনের এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা ধারণা করছি, জবাব হিসেবে হিজবুল্লাহ ইসরায়েলে আরও বেশি এবং গভীরে হামলা চালাবে। দ্বিতীয়ত হল তারা তাদের হামলা শুধুমাত্র সামরিক অবকাঠামোয় সীমাবদ্ধ রাখবে না। হিজবুল্লাহ কমান্ডার শোকর নিহত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ইরানের রাজধানী তেহরানে হামলায় নিহত হন হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়া। এরপরই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, হিজবুল্লাহ ও হামাস একসঙ্গে ইসরায়েলের ওপর হামলা চালাতে পারে।

গাজা যুদ্ধে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে কিছু আরব দেশ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান ভয়াবহ যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে। কিন্তু নিজেদের ঘরে আগুন লাগুক তা চাইছে না কয়েকটি আরব দেশ। আর তাই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গাজা উপত্যকায় শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাতে চায় তারা। তবে এর মধ্যে এমন দেশও রয়েছে, যারা গাজা যুদ্ধকে নিজেদের সুবিধা আদায়ের কাজে চালাতে চাইছে।

সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠ কয়েকটি দেশ নিজেদের স্বার্থ আদায়ে এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করেছে। গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির পর উপত্যকার শাসনভার কার হাতে উঠবে তা নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনায় বসেছে দেশগুলো। আর সেই আলোচনা নেতৃত্ব দিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। গত সপ্তাহে তারা আবারও গাজায় শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের আহ্বান জানিয়েছে, যা এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার এ ধরনের আহ্বান। ইসরায়েলের ইচ্ছা তারা গাজায় নিজেদের লোক বসাবে। কিন্তু গেল মে মাসের, তাদের সেই প্রচেষ্টা পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমিরাত।

মার্কিন একজন কর্মকর্তা মিডল ইস্ট আইকে জানিয়েছেন, ইরানের চরম শত্রু বাহরাইন অনেকটা গোপনে এই শান্তিরক্ষী মিশনের অংশ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। বলা হচ্ছে, গাজায় যদি উপসাগরীয় দেশের সামরিক কর্মকর্তা পা রাখেন, তাহলে এটা এই সুগভীর একটি পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, এসব দেশ এতদিন ধরে গাজাকে বাদ দিয়ে লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনের মতো দেশগুলোতে নিজেদের নজর সরিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু গত ৭ অক্টোবর মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট পাল্টে যায়। মধ্যপ্রাচ্যের নজর এখন গাজায়। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে শুরুতে মাথাব্যথা ছিল না সৌদি আরবের। তবে এখন সেই অবস্থানে পরিবর্তন হয়েছে তাদের।

এখন এ নিয়ে সৌদি আরবের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে দেশ দুটির সঙ্গে গভীরভাবে কাজ করছে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। যদিও এই মুহূর্তে তাদের ভূমিকা খুবই সামান্য।

গাজা যুদ্ধের মধ্যে ফায়দা লুটতে মুখিয়ে আছে কয়েক আরব দেশ। এর মধ্যে আমিরাত চাইছে তাদের দেশে থাকা আল দাফরা বিমানঘাঁটি আরো উন্নয়ন করুক যুক্তরাষ্ট্র। কাতারও এমনই কিছু চাইছে। দেশটি চাইছে হামাস ও ইসরায়েলের সঙ্গে মধ্যস্থতার পুরস্কারস্বরূপ আল-উদেইদ ঘাঁটিতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি আরো ১০ বছর বাড়ানো হোক। আবার আব্রাহম অ্যাকর্ড থেকে কিছুই পায়নি বাহরাইন। আমিরাতও এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান পায়নি। তাই জোর দরকষাকষি চালাচ্ছে তারাও।

ফিলিস্তিনি বন্দিদের প্রতি বৈশ্বিক সংহতি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি বন্দীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে সারা বিশ্বের অধিকারবিষয়ক সংস্থা। ৩ আগস্ট দিনটি ইসরায়েলি মানবাধিকার লঙ্ঘন, ফিলিস্তিনি বন্দীদের অধিকার লঙ্ঘন এবং গাজায় অব্যাহত গণহত্যা তুলে ধরার জন্য পালিত হয়। দখলদার ইসরায়েলের কারাগারে গোপনীয়তার মধ্যে নিপীড়ন এবং নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়। গত বছরের গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনি বন্দিরা ভয়াবহ নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ঘোষণা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই অবরুদ্ধ গাজায় খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি বন্ধ করে দিয়ে কার্যকরভাবে গণহত্যা শুরু করা হয়। ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বন্দি ও বন্দিদের বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধ শুরু করেছেন। ইসরায়েলি কারাগার এবং ক্যাম্পে 'অতি ভিড়' নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এমনটি কার্যকর করেছেন তিনি।

জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রীর এমন ঘোষণার পর থেকেই, অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে গণগ্রেপ্তার অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনী। এই দুই অঞ্চল থেকে বন্দী ফিলিস্তিনি নাগরিকের সংখ্যা ৯ হাজার ৮০০ জনে পৌঁছেছে। এদের মধ্যে অন্তত ৩৩৫ নারী ও ৬৮০ শিশু রয়েছে। তিন হাজার ৪০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনিকে প্রশাসনিকভাবে আটকে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের কোনো অভিযোগ ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে ২২ জন নারী ও ৪০ জন শিশু রয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এত বেশি সংখ্যক প্রশাসনিক বন্দি আর কখনও দেখা যায়নি। ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অসংখ্য ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে, সম্ভবত এই সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়েছে। তাদের ২০০২ সালের 'অবৈধ যোদ্ধা আইনের কারাদন্ড' এর অধীনে বন্দী করা হয়, যা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে আটকের আদেশ জারি না করেই যে কোন মানুষকে আটক করার অনুমতি দেয়। এর আগে, নেগেভ মরুভূমির একটি কারাগার থেকে নিপীড়ন ও নির্যাতনের ভয়াবহ অভিযোগের পর ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটি বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত সৈন্যদের জবাবদিহিতা এবং বিচারের আওতায় আনার আহ্বানও জানিয়েছেন। দক্ষিণ ইসরায়েলে অবস্থিত এসডি টাইমান কারাগারটি মূলত একটি সামরিক স্থাপনা, যা গত বছর ৭ অক্টোবর থেকে গাজা ভূখণ্ড থেকে ফিলিস্তিনিদের বিনা বিচারে আটক রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছে।বন্দীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত এই বন্দিশালাটি সোমবার ফের আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে যখন স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে সেখানে এক ফিলিস্তিনি বন্দী সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। কয়েকজন ইসরায়েলি সেনা পালা করে তাকে ধর্ষণ করেন। এতে করে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঘটনার পর নয় সেনাকে আটক করা হয় এবং দেশটির সামরিক পুলিশ তদন্ত শুরু করে। বন্দিশালায় নিপীড়ন এবং ইসরায়েলি সেনাদের কর্মের সমালোচনা করে ইসরায়েলি বিশ্লেষক শায়েল বেন-এফ্রাইম এটি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি এমন সামরিক স্থাপনা যা বন্ধ করতে হবে। এটি বন্ধ করতেই হবে।'

বন্দী নির্যাতন

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এসডি টাইমান প্রিজন ফিলিস্তিনি বন্দীদের গণহারে নির্যাতনের কারণে প্রতিনিয়ত সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। গত বছর ৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ৩৬ ফিলিস্তিনি কারাগারে মারা গেছেন।

বেন-এফ্রাইম, যিনি এর আগে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন, তিনি বলেন, এই স্থাপনাটি অন্যান্য কুখ্যাত বন্দিশালার মতোই ছিল।মূলত, এই স্থাপনা পরিচালনার জন্য কোন আইন ছিল না।

তিনি বলেছিলেন, এসডি টাইমানে ইসরায়েলি সেনারা এমন সব ব্যাবিচার, নিপীড়ন করেছে যেমনটি মার্কিন সেনারা করেছিলেন আবুঘারিব বা গুয়ানতানামোবে কারাগারে। এটি খুব মনে করিয়ে দেয়।

বন্দীদের অবস্থার বিষয়ে বিশ্লেষক বলেন, তাদের চোখ বেঁধে বসিয়ে রাখা হয় দিনে কমপক্ষে ১৮ ঘণ্টা। সম্ভবত দিনে চার থেকে ছয় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে করে অনেক বন্দির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানে হামাস প্রধান হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে ২৪ জনের বেশি গ্রেফতার

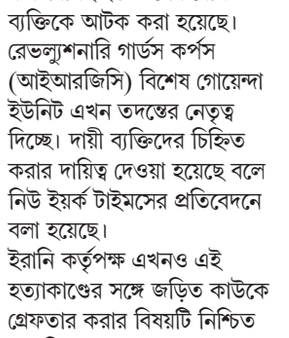

আপনজন ডেস্ক: ইরানের রাজধানী তেহরানে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার পর নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাসহ ২৪ জনের বেশি লোককে গ্রেফতার করেছে ইরান। রোববার (৪ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের অভিষেকের অনুষ্ঠানে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে, যেটি গুরুত্বর নিরাপত্তার লঙ্ঘন বলে মনে করা হচ্ছে। এর জেরেই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে এটি অভ্যন্তরীণ কাজ হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য জ্যেষ্ঠ গোয়েন্দা কর্মকর্তা, সামরিক কর্মকর্তা এবং গেস্টহাউসের কর্মচারীসহ ২৪ জনের বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি) বিশেষ গোয়েন্দা ইউনিট এখন তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে। দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ইরানি কর্তৃপক্ষ এখনও এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করার বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।

নিউইয়র্ক টাইমসের সঙ্গে কথা বলেছেন আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের ইরানের পরিচালক। তিনি বলেন, 'ইরান তার মাতৃভূমি বা তার প্রধান মিত্রদের রক্ষা করতে পারে না, এমন ধারণা ইরানী শাসনের জন্য মারাত্মক হতে পারে। কারণ এটি তাদের শত্রুদের এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, যদি ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে পতন করতে না পারে তবে তারা এর শিরশ্ছেদ করতে পারবে।'

এই ঘটনাটি ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে একটি দীর্ঘ গোপন যুদ্ধের পটভূমিতে আবির্ভূত হয়েছে। যার লক্ষ্যবস্তু হত্যা এবং নাশকতা। ইরানী কর্মকর্তারা এবং হামাস ইসরায়েলকে হামলার পরিকল্পনার জন্য অভিযুক্ত করেছে। অন্যদিকে ইসরায়েল এ বিষয়ে নীরবতাই পালন করে আসছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত বা অস্বীকারও করেনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২০ মি.

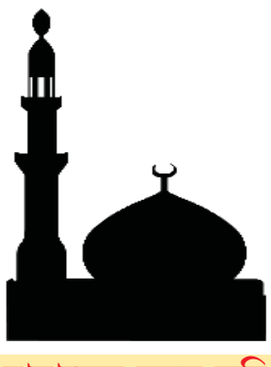

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৩	৫.১০
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২০	
এশা	৭.৩৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

গাজায় হাসপাতালে ইসরায়েলের বিমান হামলা, নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার একটি হাসপাতাল কম্পাউন্ডের ভেতর দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। রোববার (৪ আগস্ট) চালানো এ হামলায় এ নিয়ে মোট ১৯ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। কর্মকর্তারা জানান, আল-আকসা হাসপাতালের অভ্যন্তরে একটি তাঁবু লক্ষ্য করে হামলাটি চালায় ইসরায়েল। সেখানে হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। হামলায় তাঁবুটিতে আগুন ধরে যায়।

কমলা হ্যারিসের সঙ্গে নির্বাচনি বিতর্কে রাজি ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে নির্বাচনি বিতর্কে রাজি হয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানা গেছে, আগামী ৪ সেপ্টেম্বর সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ আয়োজিত এ প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে বিতর্কে রাজি থাকার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আগামী ৪ সেপ্টেম্বর (বুধবার) কমলা হ্যারিসের সঙ্গে ফক্স নিউজের প্রস্তাবিত নির্বাচনি বিতর্কে অংশ নিতে আমি রাজি হয়েছি। এর আগে এবিসি ঘুমন্ত জো বাইডেনের সঙ্গে এই বিতর্কের আয়োজন করেছিল। তবে তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। কারণ বাইডেন আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নন।' ট্রাম্প আরো বলেন, '২৭ জুনে বাইডেনের বিরুদ্ধে সিএনএন আয়োজিত বিতর্কে যে নিয়মে হয়েছিল, আগামী বিতর্কটিও সে নিয়মেই হবে। ডিবেটের পরই বাইডেনের দল তার ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে সিএনএন এর সেই বিতর্কে লাইভ দর্শকশ্রোতা ছিল না। কিন্তু এবার তা থাকবে।' পেনসিলভেনিয়ায় এই বিতর্ক হবে বলে জানান ট্রাম্প, যদিও বিতর্কের স্থান এখনও নির্ধারিত হয়নি।

ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কে অংশ নিয়ে বাইডেন খারাপ করার পর তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তার জায়গায় এবার এসেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

ইরানের হুমকির পর নাগরিকদের লেবানন ছাড়ার নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বৈরুতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস তাদের নাগরিকদের লেবানন ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ল্যামিও একই ধরনের সতর্কতা জারি করেছেন।

দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছে, যারা লেবানন ত্যাগ করতে চান, তাদেরকে আমরা যেকোন টিকিট বুক করতে উৎসাহিত করছি। আমরা সুপারিশ করছি যেসব মার্কিন নাগরিক লেবানন ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা জরুরি পরিস্থিতির জন্য এখনই পরিকল্পনা করুন এবং একটি বর্ধিত সময়ের জন্য কোনো জায়গায় আশ্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

প্রায় একই ধরনের নির্দেশনা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে লেবাননে অবস্থানকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, 'এখনই চলে যান'।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি এক বিবৃতিতে বলেছেন, উত্তেজনা বেশি এবং পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে পারে। যখন আমরা লেবাননে আমাদের কনস্যুলার উপস্থিতি জোরদার করার জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করছি, সেখানে ব্রিটিশ নাগরিকদের কাছে আমার স্পষ্ট বার্তা- এখনই লেবানন ত্যাগ করুন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২১১ সংখ্যা, ২০ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৯ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থা

উপমহাদেশে এখনো সুষ্ঠু ও সুস্থ নির্বাচনি সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে নাই। যে কারণে নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটে, নির্বাচন শেষ হইয়া যাইবার পরও চলিতে থাকে নির্বাচনি সহিংসতা ও অস্থিরতা। বিজয় মিছিলে হামলা করা হইতে শুরু করিয়া পছন্দের প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার জন্য ভোটারদের উপর চলে স্টিমরোলার। নির্বাচনের পূর্বে যেমন হামলা-মামলা ও দমন-পীড়ন চলে, তেমনি নির্বাচনোত্তর অত্যাচার-নির্যাতনে বাড়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগ। নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নহে। নির্বাচন হইল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আমেরিকা ও ইউরোপের মতো উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা যায়, নির্বাচনের এক বত্সর পূর্ব হইতেই বিরাজ করে ফুরফুরে নির্বাচনি পরিবেশ। সেইখানে সরকারি ও সরকারবিরোধী সকল দল ও মতের লোকেরই স্বাধীনমতো মতামত প্রকাশ ও সমভাবে প্রচার-প্রচারণা চালাইবার সুযোগ থাকে; কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায়, নির্বাচনের এক বত্সর বা তাহারও পূর্ব হইতে চলে ধরপাকড় ও নানা কূটকৌশল। সেইখানে এমন বিষময় পরিবেশ তৈরি করা হয় যাহাতে বিরোধী দলগুলির নেতাকর্মীরা বাড়িতে বা এলাকায় থাকিতে না পারেন। ভোটকেন্দ্রের জন্য কোনো এজেন্ট খুঁজিয়া পাওয়া না যায়। এইভাবে তাহারা যাহাতে নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করিতে না পারেন কিংবা করিলেও যাহাতে সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারেন। ইহা যে সুস্থ কোনো নির্বাচনি সংস্কৃতি নহে, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

আমরা লক্ষ করিতেছি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিরোধী মতের বা প্রতিপক্ষ নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা দিয়া তাহাদের জেলে রাখিয়া নির্বাচন উঠাইয়া লওয়ার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। এই উপমহাদেশেই এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা দুঃখ ও লজ্জাজনক। বিরোধী শীর্ষনেতার নামে মামলা দিয়া তাহাকে শুধু জেলে রাখিয়াই নির্বাচন আয়োজন করা হয় নাই, তাহাদের প্রতীকও ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শীর্ষনেতার বিবির বিরুদ্ধেও মামলা দিয়া তাহাকে গৃহবন্দি করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও শীর্ষস্থানীয় বিরোধী দলকে ঠুনকো অজুহাতে নিষিদ্ধ করিবার ঘটনাও ঘটিতেছে। এইভাবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশে সৃষ্টি করা হইতেছে প্রতিবন্ধকতা। তদুপরি প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্পর্শকাতর বিভাগের যোগসাজশে নির্বাচনে চলিতেছে বহুমাত্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতি। নির্বাচনে মাদক ও স্বর্ণ পাচারের মতো কালোটাকার ছড়াছড়ি লক্ষণীয়। গাড়িভর্তি মাদকের টাকা বিতরণ এবং সেই অর্থ দিয়া স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজনকে ম্যানেজ করিবার দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। তাই ইহা কোনো নির্বাচন হইতে পারে না। যাহারা এইভাবে অন্যায়-অনিয়ম করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দল বা তাহাদের লোক। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট হাতেনাতে নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিয়ম ধরিলেও তাহার কোনো কূলকিনারা হয় না। আমরা দেখিলাম, বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচনের পূর্বেই গ্রেফতার করিয়া জেলে নেওয়া হইল। তবে মন্দের ভালো এই যে, নির্বাচনের ঠিক কয়েক দিন পূর্বে তাহাকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যদিও নির্বাচনের পর আবার তাহাকে জেলে নেওয়া হয়। যেইভাবে ক্রমাগত নির্বাচনি, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হইতেছে তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। নির্বাচনি ব্যবস্থাকে যেইভাবে একের পর এক প্রশ্নবিদ্ধ করা হইতেছে তাহা অত্যন্ত পরিহাসমূলক। এই পরিস্থিতি দিনের পর দিন চলিতে পারে না।

এই সকল দেশের নির্বাচনে গুন্ডা বা মাস্তানদেরও ভূমিকা অনেক সময় বড় হইয়া দেখা যায়। তাহাদের দৌরাত্ম্যে ভোটার এমনকি নিজ দলীয় সাধারণ কর্মীরাও হইয়া পড়ে অসহায় ও গুরুত্বহীন। তাহার পরও সেই নির্বাচনে চলে মারপিট, হানাহানি ও খুনাখুনি। এইভাবে চলিতে থাকিলে আগামী কয়েক বত্সরের মধ্যে এই সকল দেশে সমগ্র নির্বাচনি ব্যবস্থা চলিয়া যাইবে ক্রিমিনাল বা অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণে। অতএব, সময় থাকিতেই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুষ্ঠু নির্বাচনি ব্যবস্থা লইয়া গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা এই সকল দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং সীমাহীন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

•••••••••••••

বাংলাদেশ এখন কোন পথে যাবে

বাংলাদেশে গত কয়েক দিনের ঘটনা প্রমাণ করে যে সরকারের পক্ষ থেকে যত বেশি কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে, সহিংস পথে আন্দোলন দমনের চেষ্টা হয়েছে, মানুষের ভেতরে তাতে কেবল ক্ষোভই বাড়েনি, তাঁরা রাজপথে সমাবেশে শামিল হয়েছেন। ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং ক্লেপ্টোক্রেটিক অর্থনৈতিক নীতি যে ক্ষোভের তৈরি করেছে, তাতে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের ভূমিকা পালন করেছে। এ রকম অবস্থা থেকে বাংলাদেশ কোন পথে যাবে, তা নিয়ে লিখেছেন **আলী রীয়াজ**।

বাংলাদেশে গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে এক নতুন বাস্তবতার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে একটি গণ-অভ্যুত্থান ঘটছে। এই পরিস্থিতির পটভূমি এক দিনে তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে এক দশক, কমপক্ষে কয়েক বছর ধরে।

কিন্তু এখনো যাঁরা এই অগ্ন্যুৎপাতের উৎস খোঁজার জন্য গত এক মাসের ঘটনাপ্রবাহের দিকে মনোনিবেশ করে আছেন, সরকারকে আগে জনগণের ভাষা বা দেয়াললিখন পড়তে না পারার জন্য তিরস্কার করছেন, সরকারের কী করা উচিত বলে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাঁরাও যে এখন রাজপথের ভাষা বুঝতে অপারগ, সেটা স্পষ্ট। ফলে তাঁরা এখনো যা বলছেন, ক্ষমতাসীনদের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারকে যার জন্য মৃদু তিরস্কার করছেন, তা আসলে সরকার যা করেছে-করছে, তা থেকে ভিন্ন নয়।

এসব পরামর্শ ক্ষমতাসীনদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে বলে মনে হয় না। কেননা যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে সিদ্ধান্ত একক ব্যক্তির। যে গোষ্ঠীগুলো এখন শক্তি প্রয়োগ করে এবং একটি রাজনৈতিক শাসনের কুহেলিকা তৈরি করে এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারবে, তাদের ছাড়া আর কারও কথাই সরকারপ্রধানের শোনার কারণ নেই, সম্ভাবনাও নেই।

ফলে যাঁরা এখনো এ প্রশ্নের মধ্যেই আছেন জুলাই মাসের ১৪ তারিখের আগে কী হয়েছিল, কী দাবি ছিল, তাঁরা এটা ধর্তব্যেই নিতে পারছেন না, কী বিশাল হত্যাযজ্ঞ ঘটেছে, কী ভয়াবহ নির্যাতন ঘটেছে ও ঘটছে এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে তাঁরা বছরের পর বছর ভ্রুক্ষেপ করেননি যে তাঁদের তৈরি করা বয়ান তাঁদের বৃত্তের বাইরে আর বিশ্বাসযোগ্য নেই।

চাপিয়ে দেওয়া ভয়ের সংস্কৃতির কারণে মানুষের নীরবতাকে তাঁরা ভেবেছেন সম্মতি। ক্ষমতাসীনেরাও তা-ই ভেবেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বৈরতান্ত্রিক তো বটেই, যৎকিঞ্চিৎ অগণতান্ত্রিক সরকারের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এ বিষয়ে অবগত যে ক্ষমতার কাছাকাছিরা তা-ই ভাবেন।

সব স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকাণ্ড ঘটায় না, অগ্নিকাণ্ড ঘটার জন্য অন্য উপাদান থাকার প্রয়োজন হয়। সেটা আমি বা আপনি লক্ষ করলাম কি না, অগ্রাহ্য করলাম কি না, তা দিয়ে এর মাত্রা নির্ধারিত হয় না।

অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে যাওয়ার পর স্ফুলিঙ্গ কখন কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই আলোচনা না করে দরকার এই হিসাব করা, অগ্নিকাণ্ড বিস্তারের কী কী শর্ত উপস্থিত ছিল, কেন এই শর্ত তৈরি হয়েছিল, কে বা কারা তৈরি করেছিল এবং এই আগুন কী করে নেভানো যায়।

বাংলাদেশে এক দশকের বেশি সময় ধরে যে কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং ক্লেপ্টোক্রেসি বা চৌর্যবৃত্তির অর্থনীতি তৈরি করা হয়েছে, সেটাই এই স্ফুলিঙ্গকে আগুনের শিখায় পরিণত হওয়ার শর্ত পূরণ করেছে। রাজনীতির ময়দানে আগুনের লেলিহান শিখায় সরকার ও তার বৈধ-অবৈধ বাহিনী জ্বালানি জুগিয়ে যাচ্ছে।

আক্ষরিক ও প্রতীকী অর্থে অস্ত্রের ঝনঝনানি দিয়ে, অত্যাচার-নিপীড়ন করে, আদালত-পুলিশের সাজানো মামলার নামে—ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির অজুহাত দিয়ে তাকে আড়াল করা যাবে—এমন আশা কেবল তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা মরিয়া, যাঁরা একটা ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে আছেন।

এর বিপরীতে আমাদের দেখা দরকার, একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পথগুলো কী। এক দশকের বেশি সময় ধরে সারা বিশ্বেই গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ ঘটেছে। কিন্তু সেখান থেকে আবার অনেক দেশ ঘুরেও দাঁড়িয়েছে।

কী উপায়ে স্বৈরতন্ত্র পরাভূত হয়েছে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনেক আলোচনা আছে। গণতন্ত্র বিষয়ে বিশ্বের যেসব প্রতিষ্ঠান গবেষণা করে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভ্যারাইটিস অব ডেমোক্রেসি (ভি-ডেম) ইনস্টিটিউট। ভি-ডেম ইনস্টিটিউটের ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত দুই দশকে আটটি দেশ স্বৈরশাসন প্রক্রিয়া উল্টে দিতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো হয়েছে পাঁচটি পথে। এসব পথ হয় এককভাবে কিংবা একাধিক পথ একত্রে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে। এগুলো হলো ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জনগণের আন্দোলন; বিচার বিভাগ কর্তৃক নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতাকে রুখে দেওয়া, বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাগরিক সমাজের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া; গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীনদের পরাস্ত করে ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে আসা এবং গণতন্ত্রের প্রতি আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর সমর্থন ও সুরক্ষা।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ণের সম্ভাব্য পথরেখা হিসেবে গত দেড় দশকে দুটি পথ কেবল সংকুচিতই হয়েছে তা নয়, রীতিমতো বন্ধ হয়ে গেছে। এর একটি হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ক্ষমতা ব্যক্তি বা নির্বাহী বিভাগে কুক্ষিগত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা। এর কারণ বাংলাদেশে সবাই অবগত; বাংলাদেশের একজন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, কাগজে-কলমে থাকলেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতটুকু, সবাই জানেন।

আর অন্যটি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদল। ২০১০ সালে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অবসানের পর বাংলাদেশে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার উপায় নেই। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা রাখতে পারে, তার সীমাবদ্ধতা ২০২৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় স্পষ্ট।

অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চেয়ে তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও কর্তৃত্বই চায়। ফলে বাংলাদেশে যাঁরাই গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা করেছেন তাঁদের জন্য পথ আছে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন এবং রাজনৈতিক শক্তি ও সিভিল সোসাইটির জোটবদ্ধ চেষ্টা।

বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো যেমন সিভিল সোসাইটির সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে পারেনি, তেমনি সিভিল সোসাইটিও গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। এ রকম একটি প্রেক্ষাপটেই এই গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে। দেশের তরুণেরা ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন শুরু করলেও ক্ষমতাসীনদের প্রতিক্রিয়ার কারণে নাগরিকেরা তাতে যোগ দিয়েছেন। গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো আন্দোলন দমনের জন্য গত ১০০ বছরেও এ ধরনের নির্মমতা ও হত্যাযজ্ঞ দেখা যায়নি। প্রধান বিরোধী দলগুলোর সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও গ্রহণযোগ্যতার অভাব এবং সরকারের দমননীতির কারণে এই আন্দোলনে শিক্ষার্থী ও তরুণেরাই রাজনৈতিক শক্তির জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। গত কয়েক দিনে দেশের সিভিল সোসাইটির এক বড় অংশই এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশে আশির দশকে যে শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি ছিল, ১৯৯১ সালের পরে তার দলীয়করণ ঘটে এবং ২০০৯ সালের পরে সেগুলোকে সরকারি উদ্যোগী হয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশে নতুন করে সিভিল সোসাইটির, যার অংশ পেশাজীবীরাও, উত্থান ঘটেছে। তাঁরাই এখন আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

গত এক দশকে যেসব দেশে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটছে সেখানে দেখা গেছে, শেষ চেষ্টা হিসেবে ক্ষমতাসীনেরা দল এবং সরকারের ‘কসমেটিক’ (লোকদেখানো) পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অতীতেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টায় অন্যদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।

তাঁদের ধারণা হয়, এতে জনগণকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব। আবার ক্ষমতাসীনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে নিজেদের রক্ষার ঘটনাও ঘটে। আলজেরিয়ার ২০১৯ সালের আন্দোলনের ক্ষেত্রে কার্যত তাই হয়েছে। শ্রীলঙ্কার আন্দোলনের ফলে রাজাপক্ষে পরিবারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও আন্দোলনের সাফল্য শেষ পর্যন্ত তার দলই ভোগ করেছে এবং রনিল বিক্রমাসিংহে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো অংশত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি।

এ ধরনের পরিবর্তনের সময় ক্ষমতাসীনেরা টিকে থাকার জন্য সহিংসতার যে ধরনের পথ অবলম্বন করেন, তার আকার সাধারণত সীমিতই হয়। শ্রীলঙ্কার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যেসব দেশে পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসন তুলনামূলক পেশাদারি হয় এবং সেভাবে আচরণ করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ও পরিধি হয় সীমিত।

কিন্তু বিপরীতক্রমে যখন আমরা দেখতে পাই, রাষ্ট্র, সরকার ও ক্ষমতাসীন দল একীভূত হয়ে গেছে কিংবা এমন এক সুবিধাভোগী কোয়ালিশন (জোট বা চক্র) তৈরি হয়েছে, যাদের সুবিধা ও অস্তিত্বের প্রশ্নই ক্ষমতায় থাকা না-থাকার সঙ্গে যুক্ত। তখন তা অত্যন্ত সহিংস হয়ে ওঠার আশঙ্কা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। জনগণের আন্দোলন সত্ত্বেও যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা টিকে গেছে, সেগুলোয় দেখা গেছে যে টিকে থাকার জন্য ক্ষমতাসীনেরা সর্বোচ্চ ধরনের সহিংসতাকে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের এই সহিংসতার মাত্রা নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর, যেমন সেনাবাহিনীর ওপরে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ এবং সেনাবাহিনীর করপোরেট স্বার্থের ওপরে।

এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনরতদের শক্তি ও কৌশলও নির্ধারণ করে যে সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলো কী ধরনের আচরণ করবে। এরিকা চেনোওয়াথ ও মারিয়া জে স্টেফান ১৯৬০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত ৩২৩টি আন্দোলনের বিশ্লেষণ করে দেখান, অহিংস গণতন্ত্রকামী আন্দোলনের সাফল্য বেশি। এর যে পাঁচটি কারণ তাঁরা চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে বলা হচ্ছে, অহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া সহিংস নিপীড়ন বুমেরাং হয়ে ওঠে। এতে আন্দোলন আরও বেশি মানুষের সমর্থন লাভ করে। তা ছাড়া অহিংস আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

বাংলাদেশে গত কয়েক দিনের ঘটনা প্রমাণ করে যে সরকারের পক্ষ থেকে যত বেশি সহিংসতা ও নির্মমতা চালানো হয়েছে, মানুষের ভেতরে তাতে কেবল ক্ষোভই বাড়েনি, তাঁরা রাজপথে সমাবেশে শামিল হয়েছেন। ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং ক্লেপ্টোক্রেটিক অর্থনৈতিক নীতি যে ক্ষোভের তৈরি করেছে, তাতে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের কথিত শুভাকাঙ্ক্ষীরা পিছিয়ে আছেন। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এবং বলপ্রয়োগের ক্ষমতা যাঁদের আছে, তাঁরা তা বুঝতে পারছেন কি না, সেটাই আগামী কয়েক দিনে স্পষ্ট হবে।

আলী রীয়াজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক

সৌ: প্র: আ:

হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল সংঘাত, মধ্যপ্রাচ্য কি ভিয়েতনাম হতে যাচ্ছে?

মাজিদ রাফিজাদেহ

ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান ছায়াযুদ্ধ আরও তীব্র ও বিস্তৃত রূপ নিয়েছে। এটা শুধু দুই দেশ নয়, পুরো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করেছে। সম্প্রতি ইরানের প্রক্সি হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা বাড়িয়েছে। গত শনিবার রাতে ইসরায়েল লেবানন ভূখণ্ডে সিরিজ বিমান হামলা চালিয়েছে। তেল আবিব বলেছে, ইসরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমিতে একটি ফুটবল মাঠে হিজবুল্লাহর হামলায় হতাহতের ঘটনায় তারা বিমান হামলা চালায়। তেহরানের দিক থেকে সতর্ক করা হয়েছে যে লেবাননে ইসরায়েল আগ্রাসন চালালে সেটা ‘প্রলয়ংকর যুদ্ধে’ পরিণত হবে। গত মাসে জাতিসংঘে ইরানের প্রতিনিধি বলেছিলেন, লেবাননে সামরিক পদক্ষেপ নেবে বলে ইসরায়েল যে হুমকি দিচ্ছে, সেটা ‘মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ’। সত্যি সত্যি যদি ইসরায়েল পূর্ণমাত্রার সামরিক আগ্রাসন শুরু করে, তাহলে সেটা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে রূপ নেবে।

সম্প্রতি ইসরায়েল ও ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ব্যাপক বেড়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি রকেট ও মিসাইল হামলা চলেছে। এগুলো প্রতিশোধমূলক হামলা যা কিনা বড় পরিসরে আঞ্চলিক সংঘাত সৃষ্টির উদ্বেগ তৈরি করছে।

এ ছাড়া ইসরায়েল ও ইয়েমেনের হুতিদের মধ্যেও উত্তেজনা বেড়েছে। গত সপ্তাহে দুই পক্ষ নাটকীয়ভাবে আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। গত সপ্তাহে হুতি তেল আবিবে যে হামলা চালায়, তাতে একজন নিহত ও দশজন আহত হন। এর প্রতিক্রিয়ায় ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর স্থাপনায় বোমা হামলা চালায় ইসরায়েল। এই উত্তেজনা অন্যান্য দেশের ওপরও প্রভাব ফেলছে। কেননা, হুতিরা আক্রমণ বাড়ানোয় সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। নভেম্বর মাস থেকে এ পর্যন্ত হুতিরা লোহিত সাগরে চলাচলকারী ৬০টি জাহাজে হামলা করেছে। ইসরায়েলে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর ওপর স্পষ্ট হুমকি তৈরি করা হয়েছে।

এ ঘটনা আঞ্চলিক উত্তেজনা এমন মাত্রায় বাড়াচ্ছে যে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে গুরুতর সমস্যা তৈরি হচ্ছে। জাহাজগুলো বিমা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং সেগুলো আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছে। ইরানের নেতারা তাঁদের প্রক্সিদের পেছনে খুব বেশি সময় লুকিয়ে থাকতে পারছেন না। তাঁরা স্পষ্ট করেছেন যে তাঁদের প্রক্সিদের বিরুদ্ধে যেকোনো হামলা হলে তার কঠোর প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। এদিকে ইসরায়েলি নেতারা বিশ্বাস করেন যে এই উত্তেজনার পেছনে ইরান রয়েছে। তেহরানের লক্ষ্য হলো, মধ্যপ্রাচ্যের আরও দেশে প্রভাব বাড়ানো। গত সপ্তাহে মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘তেহরান আমাদের সঙ্গে সাতটি ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে। হামাস, হিজবুল্লাহ, হুতি, ইরাক ও সিরিয়ার সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং পশ্চিম তীর ও ইরানও রয়েছে।’ ইরান ও ইসরায়েলের ছায়াযুদ্ধ কয়েক মাস আগে সীমিত আকারের সরাসরি সংঘাতে পরিণত হয়েছে। গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কূটনৈতিকদের আবাসনে আকস্মিক হামলা চালায় ইসরায়েল। ওই হামলায় ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড ক্রপসের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিহত হন, যা দুই দেশের মধ্যে শত্রুতার মাত্রা বৃদ্ধি করে। প্রতিশোধ হিসেবে দুই সপ্তাহ পর ইসরায়েলের একটি জাহাজ জব্দ করে এবং ইসরায়েলের ভূখণ্ডে মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালায় ইরান। এর জবাবে ইরানের ইসপাহান শহর ও সিরিয়ায় বিমান হামলা করে ইসরায়েল।

এসব ঘটনাপ্রবাহ ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতির দিকে নির্দেশ করে। ইচ্ছা না থাকার পরও যেকোনো পক্ষের একটি পদক্ষেপ কিংবা ভুল ডেকে আনতে পারে ধ্বংসযজ্ঞ।

এরপরও বছরের পর বছর ধরে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পর দুই দেশ সীমিত মাত্রায় সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এবার আরও বড় মাত্রায়, আরও তীব্র সংঘাত শুরুর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কৌশলগত ও রাজনৈতিক—দুই দিক থেকেই পূর্ণমাত্রার সংঘাতে জড়িয়ে পড়া ইসরায়েল কিংবা ইরান কোনো দেশেরই স্বার্থ নেই। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

ইসরায়েলের এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে পূর্ণমাত্রায় সংঘাত শুরু করলে যুক্তরাষ্ট্র তেল আবিবকে সমর্থন দেবে কি না। কেননা, বাইডেন প্রশাসন উত্তেজনা প্রশমনের কথা বলে আসছে। ইসরায়েলে ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলার পর বাইডেন প্রশাসন তেল আবিবকে পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছিল। একই সঙ্গে বাইডেন প্রশাসন মনে করে, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল যদি বড় কোনো সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, সেটা নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অন্যদিকে ইরান সরকার দেশের ভেতরের ও অর্থনৈতিক চাপের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করছে। এর মধ্যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি যেমন আছে, আবার বেকারত্বের সমস্যাও আছে। গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খুব কমসংখ্যক ভোটার ভোট দিয়েছেন, যেটা ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর ওপর জনগণের অসন্তোষের প্রকাশ। আবার ইসরায়েলের কাছে শত শত পারমাণবিক অস্ত্র আছে বলে ধারণা করা হয়। সামরিক দিক থেকে ইরানকে এ বাস্তবতাও বিবেচনা করতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে ইরান সরকারের কাছে ইসরায়েলের সঙ্গ যুদ্ধ জড়ানোয় কোনো স্বার্থ থাকার কথা নেই। অন্য কথায়, কৌশলগত ও রাজনৈতিক দুই বিবেচনায়ই বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরান ও ইসরায়েলের সরাসরি যুদ্ধে জড়ানোর কথা নয়। যাহোক, দুই দেশ যদিও সরাসরি সংঘাতের চেয়ে ছায়াযুদ্ধকেই বেশি পছন্দ করে, কিন্তু তারপরও এই উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং সরাসরি যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। ইতিহাস বলছে, এ ধরনের প্রক্সি সংঘাত সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। উদাহরণ হিসেবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা বলা যায়। প্রথম দিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সীমিত মাত্রার সংঘাত দিয়ে শুরু হয়েছিল, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামকে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু সংঘাত বাড়তে বাড়তে এমন সর্বাত্মক যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যায় যে পরাশক্তিগুলো তাতে জড়িয়ে পড়ে এবং উল্লেখ করার মতো আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিণতি ডেকে আনে।

ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা যেকোনো সময়ই বড় কোনো যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে পারে। সে রকম কিছু ঘটলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিপদে পড়বে। যেকোনো মূল্যে সে রকম পরিস্থিতি এড়ানো দরকার।

মাজিদ রাফিজাদেহ, ইরানি বংশোদ্ভূত আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

আরব নিউজ থেকে, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

দাঙ্গায় অভিযুক্ত ৬জনকে খালাস করল জমিয়তে উলামা

জাকির সেখ ● নয়াদিল্লি

আপনজন: দিল্লির কারকারডুমা আদালত ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ছয়জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, চুরি, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্তরা হলেন হাশেম আলী, আবুবকর, মোহাম্মদ আজিজ, রশিদ আলী, নাজমুদ্দিন ওরফে ভোলা এবং মোহাম্মদ দানিশ। কারাওয়াল নগর থানায় দায়ের করা এফআইআর নম্বর ৭২/২০ এর ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯ ও ১৮৮ ধারা সহ ১৪৮/৩৮০/৪২৭/৪৩৫ এবং ৪৩৬ ধারার অধীনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের হয়ে উকিল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানী। হাশেম আলী এবং রশিদ আলীর মামলাটির পক্ষে ছিলেন জমিয়তের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সেলিম মালিক এবং আবু বকরের পক্ষে ছিলেন জমিয়তের অন্য আইনজীবী অ্যাডভোকেট শামীম আখতার। উল্লেখ্য, হাশেম আলী শিব বিহারের মদিনা মসজিদের মুতাওয়াল্লী (হেফাজতকারী), মসজিদটি দাঙ্গাকারীরা ছয়টি সিলিন্ডার দিয়ে ধ্বংস করেছিল এবং তার বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু উল্টো পুলিশ তার বিরুদ্ধেই মামলা করে। তাই পুলিশের সমালোচনা করেছে আদালত। সমস্ত প্রমাণ পর্যালোচনা করার পর পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকায় আদালত সব অভিযোগ ভিত্তিহীন ঘোষণা করে তাদের খালাস বেকসুর খালাস দিয়েছেন। সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানী এই রায়ে খুশি হয়ে বলেছেন এই সিদ্ধান্ত আবারো বিচার প্রদানে তদন্তকারী সংস্থাগুলির ব্যর্থতা এবং দিল্লি দাঙ্গার প্রকৃত দোষীদের উদঘাটন করতে পারে। তিনি দেশ বিরোধীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠেকাতে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের প্রতিকার দাবি করল ফ্রেটারনিটি মুভমেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউটাউন

আপনজন:‘শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের প্রতিকার, চাই সদিচ্ছা, গণতন্ত্র ও স্বাধিকার’ শিরোনামে প্রচার অভিযানে নামছে ওয়েলফেয়ার পার্টির ছাত্র শাখা ফেটারনিটি মুভমেন্ট। রবিবার দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন নেতৃবৃন্দ। নিউটাউনের যাত্রাগাছিতে রাজ্য সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেটারনিটি মুভমেন্ট-এর রাজ্য সভাপতি আরমান আলি জানান, চলতি মাসের ৫ তারিখ অর্থাৎ আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিশেষ এই প্রচার অভিযান। যা চলবে ২০ আগস্ট ২০২৪ প্রর্যন্ত। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাবে ফেটারনিটি মুভমেন্টের নেতা-কর্মীরা। ২০ আগস্ট দুপুর ২ টায় রামলীলা ময়দানে জড়ো হবেন ফেটারনিটি মুভমেন্টের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। সেখান থেকে পদযাত্রা করে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কার্যালয় রাজভবনে যাবেন তাঁরা।
ফেটারনিটি মুভমেন্ট বিশেষ প্রচার অভিযানে যে যে বিষয় গুলি তুলে ধরবেন তার মধ্যে অন্যতম--- নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়মিত করণ, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দূর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান। শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হতে চলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রাখা। রাজ্যের মহাবিদ্যালয় গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে প্রভৃতি। আরমান আলি ছাড়া এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়ার রাজ্য শাখার সম্পাদক জালাল উদ্দিন আহমেদ, ফেটারনিটি মুভমেন্টের কেন্দ্রীয় সম্পাদক ইসমাইল মোল্লা, রাজ্য সহ সভাপতি নাসির শেখ, সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস বেগ, বিশেষ প্রচার অভিযানের আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন মোল্লা প্রমুখ।

রিলস বানাতে গিয়ে খালে ঝাঁপ, তলিয়ে গেল যুবক

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর এলাকায় উত্তরভাগ পাম্প হাউসের খালে রিলস বানাতে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ হয়ে গেল নাবালক। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে উঠে আসে এই নাবালকের রিলস বানাবার নেশা ছিল।আজ বেশ কিছু ছেলে ওই এলাকায় রিলস বানাতে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রবিবার দুপুরে বারুইপুর মল্লিকপুরের বেশ কিছু যুবক ঘুরতে আসে। তারমধ্যে দুই নাবালক মুহাম্মদ নাসিম ও মোহাম্মদ নাকির উত্তরভাগের পাম্প হাউসের খালে রিলস বানাতে শুরু করে, মোহাম্মদ নাসিম জলে ঝাঁপ দেয়, দেখতে দেখতে চোখের সামনে পাম্প হাউসের ছাড়া জলে তলিয়ে যায়। মোহাম্মদ নাসিম সাঁতার জানতো না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

মন্ত্রিত্ব ছাড়লেও তার কৃতকর্মের জন্য ‘অনুতপ্ত’ নন অখিল গিরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাঁথি

আপনজন: দলের নির্দেশে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেও তাঁর কৃতকর্মের জন্য ‘অনুতপ্ত’ নন অখিল গিরি। রবিবার দুপুরে কাঁথিতে বসে একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, তিনি বন দফতরের ওই মহিলা অফিসারের কাছে এখনও পর্যন্ত ক্ষমা চাননি এবং ভবিষ্যতে চাইবেনও না। ক্ষমা চাওয়ার কথা জানতে চাওয়া হলে অখিল বলেন, ‘‘আমি কোনও সরকারি অধিকারিকের কাছে ক্ষমা চাই না। আমার রাজনৈতিক জীবনে কোনও আধিকারিকের কাছে ক্ষমা চাইনি। আর ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।’’
যদিও অখিলের এই বক্তব্যের পাল্টা তৃণমূলও স্পষ্ট করে দিয়েছে অখিলকে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতেই হবে। শনিবারই এক মহিলা বন আধিকারিকের সঙ্গে অখিলের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। তাতে রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিলকে ওই মহিলা বন আধিকারিকের উদ্দেশে কুকথা বলতে শোনা যায়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দল থেকে অখিলের কাছে নির্দেশ আসে মন্ত্রিপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার। একই সঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী অখিলকে জানিয়ে দেন, যে মহিলাকে তিনি অপমান করেছেন, তার কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। রবিবার দলের রাজ্য সভাপতির সেই বার্তা পাওয়ার পরেই কাঁথিতে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন অখিল। তিনি বলেন, ‘‘দল মনে করেছে আমার কাজে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। তাই আমার কাছে নির্দেশ এসেছে পদত্যাগ করার। আমি দলের অনুগত কর্মী। তাই দল যে নির্দেশ দিয়েছে, তা পালন করব। পদত্যাগপত্র লেখা আমার হয়ে গিয়েছে। আজ ইমেল করে দেব। কাল গিয়ে হাতে চিঠিটি জমা দিয়ে আসব।’’ তবে দলের একটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও অন্য নির্দেশটি মানবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন অখিল।
রবিবার তিনি বলেন, ‘‘পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা উত্তেজনার বশে অনেক কথাই উচ্চারণ করে ফেলি। পরে মনে হয় সেগুলো না বললেই ভাল হত। কিন্তু কথা তো আর ফেরানো যায় না। তাই সেই হিসাবে যদি ভুল হয়, তবে আমার ভুল।’’

কুরআনের হাফেজ শিক্ষকের রক্তে প্রাণ বাঁচল রণজিতের

জে এ সেখ ● পূর্ব বর্ধমান

আপনজন: মনুষ্যত্ববোধকে উজ্জীবিত করতে এবার এক হিন্দু ভাইয়ের রক্তের যোগানে পাশে দাঁড়ালেন মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ সেখ সফিকুল ইসলাম।
জানা গেছে, গত সোমবার সুগার সহ পেটের সমস্যায় কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন বছর ৩৫ - এর যুবক রনজিত ক্ষেত্রপাল। বাড়ি বৈঁচি তে। দরিদ্র পরিবার। চলছিল চিকিৎসা। কিন্তু হঠাৎ শনিবার চিকিৎসক পরামর্শ দেন , দ্রুত রক্তের প্রয়োজন। কিন্তু রক্ত কোথায়!
অনেকদিন থেকেই কালনার এই হাসপাতালে রক্তের ঘাটতি চলছে। ফলে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যান রোগী ও তার পরিবার। হন্যে হয়ে তারা রক্ত খোঁজাখুঁজি করেন।
কিন্তু কোথাও রক্ত মেলে নাই। অবশেষে সমুদ্রগড়-ডাঙ্গাপাড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী হুমায়ুন সেখের কাছে খবর যায়। তিনি যোগাযোগ করেন কালনা শহরের কালনা মজলিশ শাহ (রহঃ) দ্বীনী মাদ্রাসার এই হাফেজ শিক্ষকের সাথে । এক কথাতেই তিনি রক্ত দিতে রাজি হয়ে যান।
রবিবার সকালে মাদ্রাসার ছাত্রদের পড়ানো ফেলে তিনি তড়িঘড়ি ছুটে আসেন হাসপাতালে এবং রক্ত দান করেন। জানা গেছে, ইতিপূর্বেও তিনি বহুবার রক্ত দিয়েছেন।
আজও তিনি এইভাবে মুমূর্ষকে রক্ত দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে খুবই তৃপ্ত। ওদিকে রনজিৎ ক্ষেত্রপালের মা কল্পনা ক্ষেত্রপাল ও পরিবারেরাও মাদ্রাসা শিক্ষক সফিকুল সাহেবের এভাবে পাশে দাঁড়ানোতে কৃতজ্ঞ। তাদেরও মনে হয়েছে ধর্ম যার যার, মানবতা সবার আগে। ধর্ম-বর্ণ না দেখে সবার উচিত মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া।

ইঞ্জিন ভ্যানে যাত্রী তোলা নিষিদ্ধ করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ইঞ্জিন রিকশায় (মোটর ভ্যান বা ইঞ্জিন ভ্যান) তোলা যাবে না যাত্রী। চালকদের হুঁশিয়ারি কলকাতা ভাঙড় ট্রাফিক পুলিশের। ইঞ্জিন রিকশায় না উঠতে যাত্রীদের ও সচেতন করছে পুলিশ।
শুক্রবার ঘটকপুকুরে বাসন্তী হাইওয়ের রাজ্য সরকারের উপর চলাচলকারী ইঞ্জিন চালিত রিকশা থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেন পুলিশ কর্মীরা। কলকাতা পুলিসের ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা চালকদের যাত্রী পরিবহনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করছেন। সতর্ক করার পরও যাত্রী পরিবহন করলে জরিমানা ও আটকের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত ওসি মিদ্দে ইয়ামুদ্দিন “দৈনিক আপনজন” প্রতিনিধি কে জানান, প্রাথমিক ভাবে ইঞ্জিন রিকশায় যাত্রী পরিবহন বন্ধ করার জন্য চালক ও যাত্রীদের সচেতন ও সতর্ক করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ভাঙড় এলাকায় অনেক গরীব মানুষ ইঞ্জিন রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। যাত্রীদের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে যাত্রী পরিবহন বন্ধ করা হলেও চালকদের জীবিকার কথা মাথায় রেখে আপাতত পণ্য পরিবহন বন্ধ করা হচ্ছে না। তবে চালকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মতো পরিকাঠামো তৈরি হলে পর্যায়ক্রমে ইঞ্জিন ভ্যান পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হবে। ইঞ্জিন রিকশা যাত্রী পরিবহন নিষিদ্ধ সম্পর্কে কোনো চালকের প্রতিক্রিয়া নেওয়া সম্ভব হয়নি “দৈনিক আপনজন” পত্রিকার পক্ষ

কুঁয়ো নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত এলাকা

আমীরুল ইসলাম ● লাভপুর

আপনজন: অবিশ্রান্ত বৃষ্টি অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাসে ভেঙেছে লাভপুর বিধানসভায় ঠিবা পঞ্চায়েতের ঠিবা গ্রামে কুঁয়ো নদীর বাঁধ। এই বাঁধ ভাঙ্গার ফলে বেশ কয়েক হাজার হেক্টর চাষাআবাদ জমির উপর বইছে বন্যার জল তার ফলে ক্ষতি হয়েছে চাষীদের এখন চাষীদের মাথায় হাত ।এছাড়া মাটির বাড়িঘর ডুবে আছে জলে অনেক অসহায় দরিদ্র পরিবারের। জলের স্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে বাঁধ ভেঙ্গে যায়। গ্রামের মানুষরা খুবই অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। কারণ এই মুহূর্তে গ্রামের মানুষের মাটির বসত বাড়ি ডুবে গেছে। গ্রাম পরিদর্শনে যান বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি জলমগ্ন অবস্থায় নিজে সশরীরে গিয়ে গ্রামের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ও গ্রামে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এছাড়া সব রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সাময়িকভাবে জেলা পরিষদের পক্ষ হইতে বেশ কিছু পরিবারের হাতে তিরপল সহ অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী তুলে দেন। কিছু পরিবারের জন্য গ্রামের স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কাজল সেখ আরো জানান যত তাড়াতাড়ি জল নেমে যাবে তারপরেই বাঁধের কাজ শুরু হবে।

রেল উন্নয়নে দাবিপত্র কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রেলের সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে একলাখী-বালুরঘাট রেল যাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির তরফে দাবি পত্র তুলে দেয়া হল বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারের হাতে।
বালুরঘাট শহরে অবস্থিত সমিতির নিজস্ব ভবনে এদিনের এই অনুষ্ঠানে বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, একলাখী-বালুরঘাট রেল যাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিস্বর রায়, সম্পাদক কালীদাস বোস, বিনয় বর্মন, গৌতম চক্রবর্তীর, শুভেন্দু সরকার সহ আরো অনেকে। এদিন ২৭টি দাবি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছে জানানো হয়।

বৃষ্টির মধ্যেই গঙ্গার ভাঙন এবার বলাগড়ে

জিয়াউল হক ● বলাগড়

আপনজন: মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে মাঝরাতে ২০টি পাকা বাড়ি কেঁপে উঠতেই বিপদ টের পেয়েছিলেন প্রৌঢ় কাশেম আলি। স্ত্রী, মেয়ে, দুই ছেলে, তিন নাতি-নাতনি এ নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসেন রাস্তায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চোখের সামনে ধসে যায় শৌচাগার। ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে পাশের আরও দু'টি বাড়ির রান্নাঘর এবং উঠোন প্রায় চার ফুট গর্তে ঢুকে যায়। আতঙ্কে ঘুম উবে যায় গোটা পাড়ার। ভূমিকম্প নয়, গঙ্গার ভাঙনে রাতে এই বিপর্যয় ঘটে বলাগড়ের চন্দ্রহাটি ২ পঞ্চায়েতের চন্দ্রহাটি গ্রামে। পরেরদিন পরিস্থিতি দেখে যান প্রধান স্বরাপচন্দ্র বর্মণ। তাঁর দাবি, বাড়িগুলি গঙ্গার পার লাগোয়া তার উপর ইদুরে গর্ত খুঁড়ছে। এতে মাটি আলগা হচ্ছে। ফলে দু'দিনের বৃষ্টিতে গঙ্গার স্রোত বাড়ায় ঢেউ এসে ধাক্কা মারলেই মাটি বসে যাচ্ছে। এলাকা ঘুরে গিয়ে বিষয়টি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। প্রধান বলেন, “ভাঙনের কবলে পড়া মানুষদের আপাতত পঞ্চায়েত কার্যালয় এবং স্থানীয় স্কুলগুলিতে থাকতে বলা হয়েছে। ওঁদের সব রকম সাহায্য করা হবে।” হুগলি জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধারাও বলেন, “চন্দ্রহাটির ভাঙনের বিষয়টি শুনেছি। ওঁদের সব রকম সহযোগিতা করব।” এ দিন ভোর ৪টে নাগাদ ‘গেল গেল’ চিৎকারে ঘুম ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসেন শেখ ঝন্টু আলির পরিবারের লোকেরা। দেখেন, রান্নাঘর ভেঙে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। শোওয়ার ঘরে ফাটল ধরেছে। সঞ্জীব বলেন, “বাড়ি ধসে পড়লে কোথায় যাব, জানি না।” গঙ্গার পার লাগোয়া আরও গোটা দশেক বাড়ির লোক একই কারণে ডরাচ্ছেন। বলাগড়ের ১৭টির মধ্যে ১২টি(গুপ্তিপাড়া ১ ও ২. চর কৃষ্ণবাটা, সোমড়া ১ ও ২, শ্রীপুর-বলাগড়, জিরাট, সিজা কামালপুর, ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ১ ও ২, চন্দ্রহাটি ১ ও ২) দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙনপ্রবণ। বছর পনেরো আগে জিরাট পঞ্চায়েতের রানিনগর মৌজা গঙ্গায় তলিয়ে যায়। চর জাগে নদিয়ার চাকদহের প্রান্তে। দুর্লভপুর মৌজার একাংশও জলে। চর খয়রামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাংশও জলে চলে গিয়েছে। সম্প্রতি শ্রীপুর-বলাগড় পঞ্চায়েতের চাঁদরা গ্রামে সেচের মোটরঘর হেলে পড়ে। এ বার চন্দ্রহাটি। গঙ্গার হানাদারি চলছেই।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পুরনো টাকার হিসেব নিয়ে উত্তেজনা জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রাজ্যর মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গ্রামের মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দল তৈরি করে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা করা হয়। আর সেই আর্থিক সহায়তা পেতে দশ জোনের গ্রুপ বানানোর মধ্যে মিটিংয়ের মাধ্যমে রেজ্যুলেশন করে ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খুলতে হয় তার পরে সেই অ্যাকাউন্টে দলের সকল সদস্যরা মিলে কিছু টাকা জমা করেন প্রতিমাসে।তার পরে তাদের কে ব্যাংকের মাধ্যমে লোন দেওয়া হয় আর সেই লোনের টাকা নিয়ে গোষ্ঠীর মহিলারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেন।সেই গোষ্ঠী করার জন্য গত চার বছর আগে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের টিউবরোজ নামের এক স্বনির্ভর গোষ্ঠী দল খুলেন।ভালোই চলছিল সেই গোষ্ঠী।হঠাৎ চার বছর পর শনিবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভানেত্রীকে ব্যাংকের সামনে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়।বিক্ষোভ কারীদের অভিযোগ গত চার বছর আগে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার রেজ্যুলেশন করা হলেও মহিলারা পাই মাত্র ১ লক্ষ টাকা।আর সেই টাকা আত্মসাৎ করেছে দলের সভানেত্রী পাপিয়া,সেই কারণে পাপিয়া কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়।
যদিও সভানেত্রী পাপিয়া খাতুন জানান যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা ও সাজানো। কারো কথায় এই ভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। পাপিয়া আরও বলেন ৪০ হাজার টাকার যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেই অভিযোগ করতে চার বছর সময় লাগলো কেনো।আর গোষ্ঠীর টাকা ব্যাংক থেকে তোলার জন্য গোষ্ঠীর সকল সদস্য দের নিয়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আর সেই সিদ্ধান্ত রেজ্যুলেশন করতে হয় সেখানে সকলের স্বাক্ষর করতে হয় এবং তাদের তিন জন ব্যাংকে আসলেই তবেই ব্যাংক টাকা দেয় তাহলে যখন তারা টাকা কম পেলো কেনো অভিযোগ করল না,যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার চেক দিয়ে মাত্র এক লক্ষ্য টাকা পেল। আর রেজ্যুলেশন এ কিভাবে স্বাক্ষর করল। যদিও এই বিষয়ে আগামী সোমবার ব্লক অফিসে বসার জন্য স্থানীয় প্রাক্তন প্রধান অনিরুদ্ধ ইসলাম বলেন। ঘটনায় ব্যাংক ম্যানেজার ধানরাজ মানশী বলেন আমি নতুন এসেছি এখানে এই বিষয়ে কিছু জানিনা।তবে ব্যাংকের রেকর্ডে আছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা টিউবরোজ গোষ্ঠী তুলেছে।

বানভাসি জলে তলিয়ে গেল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মন্তেশ্বর

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে বানভাসি জলে মন্তেশ্বরের দেনুড় পঞ্চায়েতের ধেনুয়া গ্রামে তলিয়ে গেল দশম শ্রেণীর এক পড়ুয়া। রবিবার এমনি এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা জানান ধেনুয়া গ্রামের বাসিন্দা পড়ুয়া স্থানীয় ভুরকুন্ডা হাইস্কুলে পড়াশোনা করত। এদিন ১৫-১৬ জনের বন্ধুস্থানীয় গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে গ্রামে বন্যার জল দেখতে যায় সূর্য ঘোষ। তাদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে গ্রামের একটি ফুটবল মাঠের থেকে কিছুটা দূরে থাকা একটি খালের কাছে চোখের নিমেষে সে বন্যার জলের স্রোতে তলিয়ে যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ওয়াকফ বোর্ড সদস্য বিধায়ক সংবর্ধিত

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এই উপলক্ষে রবিবার ইটাহারের পথসাথী প্রাঙ্গণে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা তাকে সংবর্ধনা জানান। এটি উল্লেখযোগ্য যে সাধারণত ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য পদে মুসলিম বিধায়ক ও সাংসদদের মনোনীত করা হয়। এই বছর বিরোধী দলের কোনো বিধায়ক নমিনেশন না করায় মোশারফ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ২ আগস্ট বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারি মোশারফের হাতে সদস্য পদের সংসাপত্র তুলে দেন। মোশারফ হুসেন একই সাথে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের ভাইস চেয়ারম্যান পদেও দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক ব্রজ মুখার্জি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি ব্রজ মুখার্জ্জী শনিবার কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি ছিলেন। দুই বারের বিধায়ক ও খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘদিন। তিনি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি থাকাকালীনই বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, মল্লারপুর টুরকু হাঁসদা কলেজ গড়ে ওঠে। ওনার হাত ধরেই বীরভূম জেলার সবথেকে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বি আই টি গড়ে উঠেছে। বীরভূম জেলার রূপকার, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি, প্রাক্তন বিধায়ক, সিপিআইএম পার্টির জেলা নেতৃত্ব প্রয়াত কমরেড ব্রজ মুখার্জ্জীর মরদেহ শনিবার কোলকাতা থেকে বীরভূমে আনা হয়। মল্লারপুর সহ সিউড়ি সিপিআইএম এর জেলা কার্যালয়ে তার মরদেহ শায়িত রাখা হয়।সেখানে দলীয় পতাকায় মৃতদেহ ঢেকে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করা হয়।

সমুদ্রে মাছ ধরার পথে ডুবে মৃত্যু

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: রবিবার সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার পথে ডুবে গেল একটি ট্রলার। ঘটনাটি ঘটেছে পাথরপ্রতিমার এল প্লট এলাকায় বাঘের চর দ্বীপের কাছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে পাথরপ্রতিমার জেটিঘাট থেকে এফ.বি. দশভূজা নামক একটি ট্রলার সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল। ওই ট্রলারটিতে মোট ১৪ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। যাওয়ার পথে উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে ট্রলারটি ডুবে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যাওয়া ট্রলারের মৎস্যজীবীরা মাঝ সমুদ্রে চিৎকার শুরু করে দেন। ট্রলারের মৎস্যজীবীরা ঘটনাটি দেখতে পান।

আমেরিকায় ‘এল ক্লাসিকো’তে বার্সেলোনার চারে চার

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ‘এল ক্লাসিকো’তে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল বার্সেলোনা। নিউ জার্সিতে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে এবার বার্সা জিতল ২-১ গোলের ব্যবধানে। ম্যাচের ৪২ ও ৫৪ মিনিটে বার্সার হয়ে জোড়া গোল করেন পাউ ভিক্তর। এরপর ৮২ মিনিটে নিকো পাজ রিয়ালের হয়ে ব্যবধান কমালেও সেটা কেবল সান্ত্বনাই দিয়েছে। ম্যাচে আর ফেরা হয়নি রিয়ালের।

এ জয়ের যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে এখন পর্যন্ত হওয়া চারটি এল ক্লাসিকোর সব কটিতেই জিতল বার্সা। ২০১৭ সালে মায়ামিতে প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল-বার্সা। সেই ম্যাচে বার্সা জিতেছিল ৩-২ গোলে। এরপর ২০২২ সালে লাস ভেগাসে বার্সা জেতে ১-০ গোলে। গত বছর ডালাসে বার্সার কাছে রিয়াল উড়ে যায় ৩-০ গোলে। আর এবার কাতালান পরাশক্তিরা ম্যাচ জিতল ২-১ গোলে।

এ ম্যাচে রিয়াল তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একাদশ সাজালেও বার্সায় তারুণ্যের আধিক্য ছিল বেশি। বার্সার হয়ে অভিজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন গোলরক্ষক আন্দ্রে টের স্টেগান, ডিফেন্ডার আন্দ্রেস ক্রিস্টিনসেন এবং স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কি। অন্যদিকে রিয়ালে থিবো কোর্তোয়া, লুকা মদরিচ এবং এদের মিলিতাওদের মতো অভিজ্ঞরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন আর্দা গুলের এবং এনদ্রিককের মতো তরুণেরাও।

মাঠের লড়াইয়ে পরিসংখ্যানের দিক থেকে প্রায় কাছাকাছিই ছিল দুই দল। ম্যাচে রিয়ালের দখলে বল ছিল ৫১ শতাংশ এবং বার্সার দখলে ছিল ৪৯ শতাংশ। রিয়াল ১১টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখে ৩টি, আর বার্সার ১১ শটের ৬টি ছিল লক্ষ্যে। তবে সুযোগ কাজে লাগানোয় রিয়ালের চেয়ে এগিয়ে থেকে জিতে যায় বার্সা।

নিরপেক্ষ মাঠে এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই নিজেদের শক্তি দেখায় বার্সা। ম্যাচের ৫ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত তারা। পাউ ভিক্তরের হেড দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন কোর্তোয়া। গোল না পেলেও হাইপ্রেসিং ও গতিময় ফুটবলে রিয়ালকে চাপে রাখে তারা। যার ফল আসে ৪২ মিনিটে।

অ্যালেক্স ভালের ক্রসে বল পেয়ে বক্সের ভিক্তরের উদ্দেশে বাড়ান লেভানডফস্কি। হেডে সেই বল জালে জড়িয়ে দলকে এগিয়ে দেন এই স্প্যানিশ তরুণ। এরপর ৫৪ মিনিটে ভালের দারুণ এক পাসে গোল করে দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন ভিক্তর। ৮২ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে দারুণ হেডে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন অরক্ষিত থাকা পাজ। তবে ব্যবধান কমালেও সমতা ফেরানো হয়নি কার্লো আনচেলত্তির দলের।

অবশেষে অলিম্পিকে সোনা জিতে ক্যারিয়ার গোল্ডেন স্লাম জোকোভিচের

আপনজন ডেস্ক: অলিম্পিক টেনিস এমন রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে দেখেছে কি আগে? ১৯৮৮ সালে অলিম্পিকে টেনিসের প্রত্যাবর্তনের পর এমন নখ কামড়ানো উত্তেজনার ছেলেদের ফাইনাল যে হয়নি সেটি বলাই যায়। কী এক লড়াই–ই না উপহার দিলেন নোভাক জোকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজ। টেনিসের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলে সোনার পদকের ম্যাচে অনেক দিন মনে রাখার মতো ‘সোনালি’ এক ম্যাচই খেললেন। যেহেতু প্রতিযোগিতা, একজনকে তো জিততেই হতো। সেই জয়টি পেলেন জোকোভিচ। ৩৭ বছর বয়সে পঞ্চমবারের চেষ্টায় প্রথমবারের মতো অলিম্পিকের সোনা জিতলেন ছেলেদের টেনিসে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক। ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন রোববারের ফাইনালটা জিতেছেন ৭-৬ (৭/৩), ৭-৬ (৭২/) গেমে।

দুই সেটের ম্যাচ শেষ হয়েছে ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে প্রতিটি পয়েন্টের জন্য কতটা লড়াই করেছেন জোকোভিচ–আলকারাজ। দুই সেটেই কেউ কারও সার্ভিস ব্রেক করতে পারেননি। তবে ২৪টি গেমেই অবিশ্বাস্য লড়াই করেছেন দুজন, নিখুঁত টেনিস খেলে প্রতিটি পয়েন্টে পেতে হয়েছে তাঁদের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নোভাক জোকোভিচ নামের পোড় খাওয়া এক অভিজ্ঞ নামের কাছে হেরে গেলেন টেনিসের ভবিষ্যৎ। আলকারাজ হারলেন জোকোভিচ নামের অদম্য এক মানসিকতার কাছে। সেই জোকোভিচ, মাসখানেক আগেই যাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেই জোকোভিচ, ডান পায়ে টেপ পেঁচিয়েই যাঁকে পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে হলো। টেনিস ইতিহাসের মাত্র পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম ও অলিম্পিক সোনা জিতেই ক্যারিয়ার গোল্ডেন স্লাম পূর্ণ করলেন জোকোভিচ। শেষ পর্যন্ত ১৬ বছরের অপেক্ষার পর অলিম্পিকে সোনার হাসি হাসতে পারলেন জোকোভিচ। শেষ পয়েন্টটি পাওয়ার পর অবশ্য মুখ ঢেকে সুখের কান্নাও কাঁদলেন তিনি। কাঁদলেন অবশেষে ক্যারিয়ার ‘গোল্ডেন স্লাম’ পূর্ন করার আনন্দে। টেনিস ইতিহাসের মাত্র পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি গ্র্যান্ড স্লাম ও অলিম্পিক সোনা জিতেই ক্যারিয়ার গোল্ডেন স্লাম পূর্ণ করলেন জোকোভিচ। তাঁর আগে এই কীর্তি ছিল স্টেফি গ্রাফ, আন্দ্রে আগাসি, রাফায়েল নাদাল ও সেরেনা উইলিয়ামসের।

ভ্যান্ডারসের বোলিং জাদুতে হার ভারতের

আপনজন ডেস্ক: ভারতের লক্ষ্য ছিল ২৪১ রান, ১৩.২ ওভারে বিনা উইকেটেই ৯৭ রান তুলে ফেলেছিল রোহিত শর্মার দল। এরপর এলেন জেফরি ভ্যান্ডারসে। একে ভারতের প্রথম ৬টি উইকেটই নিলেন এ লেগ স্পিনার, তাতেই ভারত চলে যায় খাদের কিনারে। পরে অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা এসে নেন ৩ উইকেট। ২০৮ রানে গুটিয়ে গিয়ে কলম্বোয় সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে ভারত হেরেছে ৩২ রানে। প্রথম ম্যাচে রোমাঞ্চকর টাই হওয়ার পর এ ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা। রানতাড়ায় ভারত অধিনায়ক রোহিত খেলেন ৪৪ বলে ৬৪ রানের ইনিংস, ২৯ বলেই পূর্ণ করেন ফিফটি। শুবমান গিলের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটির সময়ও মনে হচ্ছিল, ভারতের জয় হয়ে দাঁড়াবে সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ১৪তম ওভারের তৃতীয় বলে ভ্যান্ডারসের বলে পাতুম নিশাঙ্কা আউট হওয়ার পর বদলে যায় চিত্র। ভ্যান্ডারসে হয়ে ওঠেন ভয়ঙ্কর। গিল ও বিরাট কোহলি কিছুক্ষণ টিকে ছিলেন। কোহলি অবশ্য আগেই ফিরতে পারতেন, অক্ষরের দারুণ ক্যাচ নিয়ে আসালাঙ্কা ভাঙেন সে জুটি। ১৮ রান যোগ করতে শেষ ৩ উইকেট হারিয়ে ৪২.২ ওভারে অলআউট হয় ভারত। ভ্যান্ডারসে ৬ উইকেট নেন মাত্র ৩৩ রানে, আসালাঙ্কা ৩ উইকেট নিতে খরচ করেন ২০ রান।এর আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা শ্রীলঙ্কা এক সময় ১৩৬ রানেই হারিয়ে ফেলে ৬ উইকেট। ইনিংসের প্রথম বলেই মোহাম্মদ সিরাজের বলে কট বিহাইন্ড হন পাতুম নিশাঙ্কা। অবশ্য নিশাঙ্কা ছাড়া শ্রীলঙ্কার প্রথম আট ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্ক ছুঁলেও কেউই ফিফটির দেখাও পাননি।

তবে সাতে নামা দুনিত ভেল্লালাগের ৩৯ ও আটে নামা কামিন্দু মেন্ডিসের ৪০ রানের ইনিংসে লড়াই করার মতো সংগ্রহ পায় শ্রীলঙ্কা। দশে নামা আকিলা দনাঞ্জয়াও অবদান রাখেন ১৩ বলে ১৫ রানের ইনিংসে। শেষ পর্যন্ত ভারতকে আটকাতে যথেষ্ট হয়েছে সেটিই।

ওয়ানডে সিরিজ

টেলিভিশন আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে জীবন পান রিভিউ নিয়ে। অন্যপ্রান্তে গিলকে ফিরিয়ে আরেকটি উইকেট এনে দেন ভ্যান্ডারসে। তখন ১৭ রানের মধ্যে ভারত হারায় ৪ উইকেট। সবকটিই নেন ভ্যান্ডারসে। ক্যারিয়ারে এর আগে ৫ উইকেট ছিল না তাঁর। এরপর লোকেশ রাহুলকে ফিরিয়ে ষষ্ঠ উইকেটটিও নেন তিনি। সপ্তম উইকেটে ৬৮ বলে ৩১ রানের জুটি গড়ে একটু প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন অক্ষর প্যাটেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর। তবে বেশি দূর ভারতকে টানতে পারেননি তাঁরা। নিজের বলে

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা: ৫০ ওভারে ২৪০/৯ (কামিন্দু ৪০, আভিষ্কা ৪০, ভেল্লালাগে ৩৯; সুন্দর ৩/৩০, কুলদীপ ২/৩৩)।

ভারত: ৪২.২ ওভারে ২০৮ (রোহিত ৬৪, অক্ষর ৪৪, গিল ৩৫; ভ্যান্ডারসে ৬/৩৩, আসালাঙ্কা ৩/২০)।

ফল: শ্রীলঙ্কা ৩২ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: জেফরি ভ্যান্ডারসে।

পাকিস্তানের বাইরে ম্যাচ ধরে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির বাজেট অনুমোদন

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে শেষ পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানে যাবে কি না, তা নিশ্চিত নয় এখনো। পাকিস্তানের বাইরে ভারতের ম্যাচগুলো হলে কোথায় হবে, চূড়ান্ত করা হয়নি তা-ও। তবে বিকল্প ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখেই ২০২৫ সালের টুর্নামেন্টটির জন্য খসড়া বাজেট অনুমোদন করেছে আইসিসি। সম্প্রতি কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির বোর্ড মিটিংয়ে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, পাকিস্তানের বাইরে কয়েকটি ম্যাচ আয়োজন করা লাগতে পারে এমনটি ভেবেই প্রায় ৬৫ মিলিয়ন (৬ কোটি ৫০ লাখ) ডলার বাজেটের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চের মধ্যে পাকিস্তানে ৫০ ওভারের আট দলের এ টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা। তবে রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানে গিয়ে ভারত খেলবে কি না, সে প্রশ্ন বেশ আগে থেকেই উঠেছে। আইসিসির প্রধান নির্বাহীদের কমিটি সিইসির বাজেট অনুমোদনের সংযুক্তিতে বলা হয়েছে, ‘পিসিবি আয়োজক সমঝোতায় স্বাক্ষর করেছে। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কাজ করে ইভেন্টের বাজেটের খসড়াও করেছে, যেটি এফঅ্যান্ডসিএ (ফিন্যান্স অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স) কমিটির কাছে পাঠিয়েছে। প্রয়োজন পড়লে পাকিস্তানের বাইরে যাতে ম্যাচ আয়োজন করা যায়, সেটির জন্য আনুমানিক বাড়তি একটি খরচও ম্যানেজমেন্ট অনুমোদন করেছে।’ ৬৫ মিলিয়ন বা ৬ কোটি ৫০ লাখ ডলারের মধ্যে টুর্নামেন্টটির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার। ২ কোটি ডলার খরচ হবে প্রাইজমানিতে। ১ কোটি ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে টেলিভিশন ব্রডকাস্টিংয়ের জন্য।

অবশ্য পাকিস্তানের বাইরে কোথায় ম্যাচগুলো হতে পারে, সে ব্যাপারে আইসিসির এ সভায় কোনো আলোচনা হয়নি। শুধু সংযুক্তিতে বলা হয়েছে, ‘২০২৪ সালের মার্চে পাকিস্তানের প্রস্তাবিত ভেন্যুগুলোতে পরিকল্পনা সভা ও পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে তিনটি ভেন্যুতেই তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণের সংস্কারকাজ চলছে।’

২০১৭ সালের পর প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া এ টুর্নামেন্টের খসড়া সূচি অনুযায়ী, লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে হওয়ার কথা আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচগুলো। ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের সঙ্গে প্রথম ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশের।

এমনিতে ভারতের সব কটি ম্যাচই হওয়ার কথা লাহোরে। গ্রুপ ‘এ’-তে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও থাকবে ভারত ও পাকিস্তান। গ্রুপ ‘বি’-তে আছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

পিসিবির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন ওয়াসিম আকরাম

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম। পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ককে বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিংবা চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এমন খবর দিয়েছে ক্রিকেট পাকিস্তান। সংবাদমাধ্যমটি লিখেছে, অন্য কোথাও দায়িত্ব থাকায় পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব নিতে তিনি রাজি নন। পিসিবির প্রধান মহসিন নাকভি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বেও আছেন। ক্রিকেট পাকিস্তান জানিয়েছে, যতটা সময় নাকভি পিসিবির দায়িত্বে থাকেন, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁর মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলো বলেছে, সামনে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল সভাপতির দায়িত্বও নিতে পারেন নাকভি। সে কারণে পিসিবির জন্য তাঁর সময় বের করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে সাবেক একজন ক্রিকেটারকে ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব চান নাকভি। ক্রিকেট পাকিস্তান এক সূত্রের বরাতে লিখেছে, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিংবা চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হিসেবে আকরামকে কাজ করার প্রস্তাব দেন নাকভি। পিসিবির ক্রিকেটবিষয়ক দিকগুলোর দেখভাল করতে পূর্ণ মেয়াদে দায়িত্ব নিতে হবে আকরামকে। কিংবদন্তি এই পেসার করাচিতে স্থায়ীভাবে থাকলেও পারিবারিক কারণে প্রায়ই অস্ট্রেলিয়ায় যেতে হয় তাঁকে। এই দায়িত্ব নিতে না পারলেও পাকিস্তান ক্রিকেটের যেকোনো প্রয়োজনে আছেন তিনি।

আকরামের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন নাকভি। সেই পরিকল্পনা পছন্দ হয়েছে আকরামের। আকরাম প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পর ওয়াকার ইউনিসকে প্রস্তাব দেন পিসিবির প্রধান। সেই প্রস্তাবে রাজি ওয়াকার, এমন খবরই সংবাদমাধ্যমে এসেছে। এই ভূমিকাটা কেমন হতে পারে, সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিল ইএসপিএনক্রিকইনফো। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইটটি দাবি করেছে, ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কির মতো একই ভূমিকায় দেখা যেতে পারে ওয়াকারকে। ওয়াকার পরামর্শক বা পিসিবির প্রধানের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ শুরু করতে পারেন। ভূমিকা স্থায়ী হলে পদের নাম পরিবর্তিত হতে পারে।

ইয়ামালকে পা মাটিতে রাখতে বললেন টের স্টেগেন

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল দুনিয়ায় আগামী দিনের তারকা হিসেবে যাঁদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে, লামিনে ইয়ামাল তাঁদের একজন। স্পেনের ইউরো-জয়ের অন্যতম এ নায়ক বল পায়ে রীতিমতো জাদু দেখিয়ে চলেছেন। ইউরোর সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন।

ইয়ামালকে নিয়ে এবার কথা বলেছেন তাঁর ক্লাব বার্সেলোনার সতীর্থ ও অভিজ্ঞ গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন।

ইয়ামালের খেলা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করলেও বলেছেন তাঁকে পা মাটিতে রাখতে।

ইয়ামালের ক্যারিয়ার কেবল শুরু হলেও টের স্টেগেন মনে করেন, অনেক দূর যাওয়ার ক্ষমতা আছে তাঁর। বার্সার এই উইঙ্গারকে নিয়ে স্টেগেন বলেছেন, ‘সে মাত্রই তার ক্যারিয়ার শুরু করল। এর মধ্যে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মতো শিরোপা জিতেছে, যা সে কখনো ভুলতে পারবে না। আমি আশা করি, সে আরও অনেক বেশি শিরোপা জিতবে। আমি চাই প্রতিবছর তার শিরোপা জেতার আকাঙ্ক্ষা অটুট থাকুক।’

ইয়ামালের মধ্যে দারুণ সম্ভাবনা দেখলেও, তাঁকে পা মাটিতে রেখে খেলা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন স্টেগেন, ‘সে এখনই দুর্দান্ত অবস্থায় আছে। আমি আশা করছি, সে আরও ভালো করবে। ক্যারিয়ার মাত্রই শুরু হলো। সামনে আরও অনেকগুলো বছর পড়ে আছে। তাকে মাটিতে পা রাখতে হবে।’

এ সময় টের স্টেগেন বার্সার নতুন কোচ হানসি ফ্লিককেও নিয়েও কথা বলেছেন, ‘শারীরিক দিক থেকে তাঁর কাজ করার ধরন দারুণ। তিনি হাই প্রেস করে খেলাতে চান। তাঁর দল পরিচালনা করার কৌশল দারুণ এবং তিনি সব সময় সবার মনোযোগ প্রত্যাশা করেন, সবাইকে শারীরিকভাবে তৎপর দেখতে চান।’

ইংল্যান্ডের কোচ হওয়া নিয়ে যা বললেন গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: আট বছর দায়িত্ব পালনের পর গত মাসে ইংল্যান্ড ফুটবল দলের কোচের পদ ছেড়েছেন গ্যারেথ সাউথগেট। নতুন কোচ কে হবেন, এ নিয়ে দেশটির ফুটবল অঙ্গনে চলছে বিস্তর আলোচনা। এরই মধ্যে ইংলিশদের পাশাপাশি বাইরের দেশের কোচদের নামও আলোচিত হচ্ছে। নাম এসেছে ইয়ুর্গেন ক্লপ, পেপ গার্দিওলারও। সাবেক লিভারপুল কোচ ক্লপ এরই মধ্যে কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। এবার ইংল্যান্ডের কোচের চাকরি নিয়ে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছেন গার্দিওলা।

৫৩ বছর বয়সী গার্দিওলা এখন ম্যানচেস্টার সিটির দায়িত্বে। আট বছর ধরে ইংল্যান্ডে কাজ করা এই স্প্যানিশের সঙ্গে সিটির চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছর। এ ছাড়া কোচের আবেদন চেয়ে ইংল্যান্ড এফএ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যেসব যোগ্যতা চেয়েছে, তার সঙ্গে গার্দিওলা মানানসইও। দুই সপ্তাহ আগে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এফএ বলেছিল, নতুন কোচ হবেন এমন একজন, যাঁর ইংলিশ ফুটবল সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রিমিয়ার লিগ অথবা শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খুব ভালো সাফল্য আছে। প্রাক্-মৌসুম প্রস্তুতিতে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা গার্দিওলাকে এক সাংবাদিক তাঁকে ইংল্যান্ডের কোচ হওয়া নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ‘এখানে (ম্যানচেস্টার সিটি) আমি ভালোই আছি। (এ মুহূর্তে) আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি জানি না এটা (গুঞ্জন) কোথা থেকে এসেছে। তবে আমি এখানে সুখে আছি।’ স্পষ্টতই, ইংল্যান্ডের কোচের চাকরি নিচ্ছেন না গার্দিওলা। সর্বশেষ চার প্রিমিয়ার লিগে ট্রফি জেতা এই কোচ সব মনোযোগ দিচ্ছেন সামনের মৌসুমে, ‘খেলোয়াড়েরা খেলতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সামনে যা করতে হবে, তা নিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে–আমি এসব নিয়ে আছি।’

বাংলাদেশে ছাত্রদের পাশে স্প্যানিশ খেলোয়াড়

আপনজন ডেস্ক: কোটা সংস্কার আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে সমবেদনা জানিয়েছিলেন এনজো ফার্নান্দেজ। এবার আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ ও কোপাজয়ী মিডফিল্ডারের পর বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্পেনের মিডফিল্ডার পাবলো গাভি।

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন ১৯ বছর বয়সী গাভি।

বার্সেলোর উদীয়মান মিডফিল্ডার সামাজিক মাধ্যমে ফেসবুকে লিখেছেন,‘ বাংলাদেশে যা হয়েছে, তা শুনে মর্মাহত।

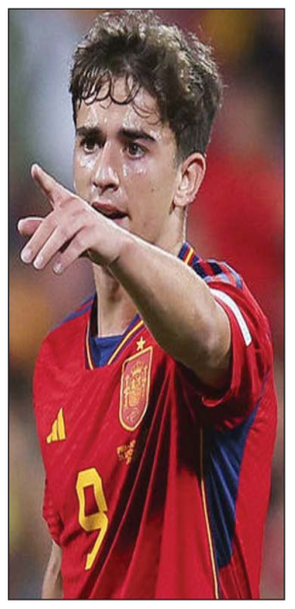

আশা করি যত দ্রুত সম্ভব আপনারা এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবেন। আপনাদের প্রতি আমার সমবেদনা।’

গতকাল চেলসি ও আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার ফার্নান্দেজ লিখেছিলেন ‘আমার সকল বাংলাদেশি ভক্তদের জানাচ্ছি। আমি আপনাদের শুনছি এবং আপনাদের জন্য আমার প্রার্থনা রইল ‘

গত মাসের ১৯ জুলাইও পোস্ট দিয়েছিলেন ফার্নান্দেজ।

সেদিন লিখেছিলেন,‘বাংলাদেশের যেসব মানুষ ভোগান্তির মধ্যে আছেন, তাদের জন্য প্রার্থনা ও সহমর্মিতা রইল।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**